CMYK

শারদীয়া
স্বর্ণ সম্ভার
২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 September, 2019 ■ আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৭ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রতিটি গ্রামকে স্বচ্ছ ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে গড়ার সংকল্প নিয়ে কাজ করা আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

বেতন-ভাতা বাড়ল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত, পুর ও নগর সংস্থার পদাধিকারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত প্রতিটি বাজার এলাকাকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার উদ্দেশ্যে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার ছয় মাসের বেতন দান করার ঘোষণা দিয়েছেন। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সামাজিক কর্মসূচি হিসাবে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প'ায়েত দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত পদাধিকারীদের নিয়ে একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই ঘোষণা করেন।

উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্যে আগামী ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ী 'সেবা সপ্তাহ' হিসাবে পালন করা হবে। সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রাজ্য জড়ে রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, প্লাস্টিকমুক্ত সমাজ গড়ার সচেতনতামূলক অভিযান ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আজ অনুষ্ঠানমঞ্চে রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পদাধিকারী,

পুরনিগম, পুর পরিষদ ও বি এ সি'র পদাধিকারীগণের বেতনভাতা বৃদ্ধিরও ঘোষণা দেন। তিনি জানান, জিলা পরিষদের সভাধিপতিগণের বেতনভাতা আগে ছিল ৫ হাজার টাকা। তা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। সহকারী সভাধিপতিগণের বেতনভাতা চার হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও বি এ সি'র চেয়ারম্যানগণের বেতনভাতা ৩২৫০টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ও বি এ সি'র ভাইস চেয়ারম্যানগণের বেতনভাতা ২৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ হাজার টাকা করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বেতনভাতা ১২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা এবং উপ-প্রধানের বেতনভাতা এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও জিলাপরিষদের এবং পঞ্চায়েত সমিতির স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করার জন্য কমিটির সদস্য-সদস্যাদের আগে ১০৫ টাকা প্রদান করা হত। এখন তা বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ২০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণের পাশাপাশি আগরতলা পুরনিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের পদাধিকারীগণের বেতনভাতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেকোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েই জনপ্রতিনিধিগণ সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকেন। জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফলগুলি জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়াই জনপ্রতিনিধিগণের গুরুদায়িত্ব। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ভ্রষ্টাচারমুক্ত করার লক্ষ্যে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি গ্রামকে স্বচ্ছ ও শ্রেষ্ঠ গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই রাজ্যকে মডেল রাজ্য হিসাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রয়াত রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর অন্ত্যেষ্টি আজ শুক্রবার রাতে বটতলা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার মাতা প্রয়াত কমলপ্রভা দেবীর মরদেহ আজ সন্ধ্যায় আগরতলা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে। বিমানবন্দরে

উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। বিমানবন্দর থেকে প্রয়াত রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবীর মরদেহ নিয়ে আসা হয় উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কুঞ্জবনে অবস্থিত বাসভবনে। এখানে প্রয়াত রাজকুমারীরমরদেহের প্রতি টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর জওয়ানগণ গান স্যালুট প্রদান করেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও তাঁর পত্নী নীতি দেব তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর মরদেহে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রয়াতার পুত্র তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া, বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ, বিধায়ক আশিসকুমার সাহা, বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ, বিধায়ক দিলীপ দাস, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, বিধায়ক আশিস দাস, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, পুলিশের মহানির্দেশক একে শুক্লা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড় সন্দীপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে সাংবাদিকদের হুমকি ধমকি এসডিএমের, প্রতিবাদে ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার খোয়াই চা বাগান উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের তালাবন্দি করে খোয়াই- আগরতলা সড়ক অবরোধ করে। এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে মহকুমা শাসক সোনাক্ষী সিং তোমরের ক্ষোভের মুখে সাংবাদিকেরা। তিনি সাফ জানিয়ে দেন স্কুলের ছবি তোলা যাবে না। একই সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয় সাংবাদিকদের জেলে পুড়ে দেওয়ার। এই ঘটনার প্রতীবাদে সমস্ত সাংবাদিকেরা মিলে জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তীর কার্যালয়ে গিয়ে গোটা ঘটনার সুষ্ঠ বিচারের দাবি জানায়।

গোটা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করা হয় জেলা শাসক পঙ্কজ চক্রবর্তীকে। কিন্তু জেলা শাসক তাঁর কোন সুরাহা করতে পারেনি। সাংবাদিকেরা দাবি জানায় মহকুমা শাসদকের এই ঘটনার জন্য সোনাক্ষী সিং তোমর। জেলা শাসকের নির্দেশে সাংবাদিকদের সামনে নিজের ভুল শিকার করেন। মহকুমা শাসক সোনাক্ষী সিং

ভুল শিকার করতে হবে। পরে সাংবাদিকেরা জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসে। ধর্নায় বসে থাকার পরেও মহকুমা শাসকের দেখা পাওয়া যায়নি। প্রায় এক ঘণ্টা পর জেলা শাসকের কার্যালয়ে আসেন মহকুমা শাসক তোমরের এই ভুল শিকারের পর ধর্না প্রত্যাহার করে নেয় মহকুমায় কর্মরত সাংবাদিকেরাতবে মহকুমা শাসক সোনাক্সী সিং তোমর তাঁর এক রোখা মনোভাব বজায় রাখেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬ মাসের বেতন দান করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৬৯তম জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশে সেবা সপ্তাহ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি। ত্রিপুরাতেও তা পালন করা হবে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, আগামীকাল থেকে ওই পর্ব শুরু হবে, চলবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাতে, বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি জানিয়েছেন, স্বচ্ছতায় সচেতনতার জন্য তিনি ৬ মাসের বেতন দান করবেন।

এদিন তিনি জানান, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের নেতৃত্বে সেবা সপ্তাহ উদযাপনের সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে। তাঁর কথায়, আগামীকাল থেকে সারা রাজ্যে বুথ স্তর পর্যন্ত রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, স্বচ্ছতা অভিযান, অনাথালয় এবং বৃদ্ধাশ্রমে মিষ্টি বিতরণ, দিব্যঞ্জনদের শিক্ষা দান ইত্যাদির আয়োজন করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওইসবের পাশাপাশি নমো আপ এর প্রচার করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। উপ-নির্বাচনের প্রাক্কালে ত্রিপুরায় নয়া স্বাস্থ্য প্রকল্প ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। শুধু তা-ই নয়, ১৮টি ক্লাবকে খেলার সামগ্রী বিলি করেছেন তিনি। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিযোগ এনেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হয়েছে। সাথে যোগ করেন, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং স্বাস্থ্যসচিব দেবাশিস বসুর বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানো হয়েছে।

এদিন সুবল ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় বাধারঘাট কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট জেলায় আদর্শ আচরণবিধি লাগু রয়েছে। তা-সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নয়া স্বাস্থ্য প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তিনি বাধারঘাট কেন্দ্রে ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্যই ওই প্রকল্প ঘোষণা করেছেন, তোপ দাগেন সুবলবাবু।

এদিকে, গত ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ১৮টি ক্লাবকে খেলার সামগ্রী বিলি করেছেন। এ-ক্ষেত্রেও তিনি ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্যই খেলার সামগ্রী বিলি করেছেন, অভিযোগ করেন সুবল ভৌমিক। তাঁর কথায়, এ-সমস্ত বিষয় উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক এবং স্বাস্থ্যসচিব দেবাশিস বসুর বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নির্বাচন কমিশন ওই সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এছাড়া তিনি বিজেপি-র বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগও এনেছেন। তবে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কংগ্রেস রুখে দাঁড়াবে বলে তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করেন।

গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবিতে ভোপালে হত ১১

ভোপাল, ১৩ সেপ্টেম্বর।। গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মধ্যপ্রদেশের ভোপালে দু'টি নৌকা উল্টে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁর শোকবার্তা উল্লেখ করে একটি টুইটে জানানো হয়েছে, 'ভোপালের খাতলাপুরা ঘাটে নৌকাডুবির ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই দুঃখের মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল বিষাদে! শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভোপালের খাতলাপুরা ঘাটে। পুলিশ সূত্রের খবর, গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় শুক্রবার সকালে খাতলাপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল রাজ্যেও পালন করা হবে, শুরু হচ্ছে ১৫ই

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৫ লক্ষ সুবিধাভোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যেপ্রায় ৫ লক্ষ সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আরও ১৫ লক্ষ সুবিধাভোগী ওই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হবেন। তাঁরা চিকিৎসার জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস সহায়তা পাবেন। ওই প্রকল্পের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সারা দেশের সাথে সাজুয্য রেখে ত্রিপুরায়ও আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর অদিতি মজুমদার।

তাঁর কথায়, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরায়ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল পালন করা হবে। সাথে যোগ করেন, রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি ২৩ সেপ্টেম্বরের বদলে ২৫ সেপ্টেম্বর আগরতলায় পালন করা হবে। নির্বাচন আচরণবিধির জন্য এই পদক্ষেপ নিতে হয়েছে, জানান তিনি।

এদিন তিনি বলেন, জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং রাজ্যের আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার দেশব্যাপী আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সূচনা করেছিল। ওই প্রকল্পের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ুষ্মান ভারত পক্ষকাল পালন করা হবে।

তিনি জানান, সারা ত্রিপুরায় সমস্ত হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিজ নিজ কেন্দ্রে ওই অনুষ্ঠানটি পালন করার জন্য। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার সুবিধাভোগী ওই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। আরও ১৫ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তিনি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুযোগ নেওয়ার জন্য সারা ত্রিপুরায় সচেতনা কর্মসূচি বাড়ানো হবে। ১৫ দিন ধরে সারা ত্রিপুরায় এ-বিষয়ে প্রচার চালানো হবে।

এদিন তিনি জানান, আয়ুষ্মান ভারতের দুটি স্তম্ভের মধ্যে একটি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। তাতে রাজ্যের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, তার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতীকরণ, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ যেমন বহুমুত্র, উচ্চরক্তচাপ, ষাটোর্ধ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবায় প্রাধান্য, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত শয্যাশায়ী রোগীদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি পরিষেবা প্রসারিত করা হচ্ছে। সাথে বলেন, ওই পরিষেবাগুলি প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজঘাট মুক্তমঞ্চে ৩ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। নীরমহলকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা জানালেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। আজ বিকেলে রাজঘাট মুক্তমঞ্চে তিনদিনব্যাপী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সাংসদ বলেন, নীরমহল জল উৎসবের মধ্য দিয়ে রুদ্রসাগর এলাকার মানুষের চিরাচরিত সংস্কৃতির প্রসার ঘটছে।

মেলাঘর রাজঘাটে আজ তিনদিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, পর্যটন দফতর, মেলাঘর পুরপরিষদ, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, সিপাহিজলা জেলা পরিষদ, যুব-বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতর এবং সিপাহিজলা জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী নীরমহল জল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

সাংসদ প্রতিমা বলেন, রুদ্রসাগর এলাকার মানুষের মধ্যে মনসামঙ্গল ও নৌকাবাইচকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে। জলজীবীদের এই সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে রাজ্য সরকার আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় এখানকার প্রতিটি ঘরে ঘরে পদ্মপুরাণ পাঠের আসর বসে। সেই সঙ্গে জলজীবীরা মেতে ওঠেন নৌকাবাইচের আনন্দে। রাজ্য সরকার জল উৎসবের মধ্য দিয়ে নীরমহল পর্যটন কেন্দ্রকে দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্যের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে চাইছে। এর জন্য নেওয়া হয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ। রাজ্য সরকার রুদ্রসাগরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসে ১১,৯৬০ প্যাকেট বিদেশী সিগারেট উদ্ধার করল রেলের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেস থেকে বিদেশী সিগারেট উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। অসমের লামডিং স্টেশনে রেলের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ১১ হাজার ৯৬০ প্যাকেট বিদেশী সিগারেট উদ্ধার করেছেন।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় রেল-কে ব্যবহার করে নেশা সামগ্রী পাচারের প্রয়াস জারি রয়েছে। তবে, এই পাচার প্রতিরোধেও পুলিশ প্রশাসন এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তৎপর রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে লামডিং স্টেশনে ১১ হাজার ৯৬০ প্যাকেট বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছে স্পেশাল টাক্স ফোর্সের কর্মীরা। এই সিগারেট ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে লোডিং করা হচ্ছিল। উদ্ধার করা বিদেশী সিগারেটের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা, জানিয়েছেন পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ।

তিনি জানান, রেলওয়ের বাণিজ্যিক বিভাগের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কর্মীরা বৃহস্পতিবার রাত সোয়া একটা নাগাদ লামডিং স্টেশনে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসে তল্লাসি চালায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতেই এই তল্লাসী অভিযান চালানো হয়েছে। তাঁর কথায়, পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের বাণিজ্যিক বিভাগের ম্যানেজার ডি জে বর্মণের নেতৃত্বে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কর্মীরা এই অভিযান চালিয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে।প্রসঙ্গত, গত ১৩ আগস্ট পূর্বোত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পি চিদম্বরেমর আত্মসমর্পণের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় অভিযুক্ত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের আত্মসমর্পণের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য দিল্লির বিশেষ আদালতে আবেদন পেশ করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। কিন্তু, শুক্রবার পি চিদম্বরমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

প্রসঙ্গত, আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় ধৃত পি চিদম্বরম এই মুহূর্তে দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেনউ সিবিআই-এর মামলায় আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিহাড় জেলেই বন্দি থাকতে হবে পি চিদম্বরমকে। সিবিআই ছাড়াও আইএনএক্স মিডিয়া মামলার তদন্ত করছে এনফেউার্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে প্রকাশ্যে হত্যার লক্ষ্যে প্রতিবেশী যুবকের পিঠে চলল ছুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। কৈলাসহর থানার অন্তর্গত লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শুক্রবার দুপুরে ত্রিশ বছরের নরুল ইসলামকে হত্যার চেষ্টা করে প্রতিবেশী এক যুবক। ছুরি দিয়ে রক্তাক্ত করে পালিয়ে যায় ঐ যুবক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নুরুল ইসলামের বাড়ি লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টাউন কুবঝার এলাকায়। আকমদ আলীর বাড়ি একই গ্রাম পঞ্চায়েতর রাজদরপুর এলাকায়।

আকমদ আলী এলাকায় বখাটে যুবক হিসাবে পরিচিত। নুরুল ইসলাম দীর্ঘ আট বছর বিদেশে থেকে সম্প্রতি এক মাস পূর্বে বাড়িতে এসেছে। নুরুলের বাবা কদর আলীর এলাকায় চায়ের দোকান রয়েছে। প্রায় সময়ই আকমদ কদর আলীর দোকানে চা পান খেয়ে টাকা না দিয়ে চলে যায়। নুরুল বিদেশ থেকে আসার পর প্রায় প্রতিদিন বাবার দোকানে এসে দোকানদারী করত। আজও সকালে নুরুল তাঁর বাবার দোকানে এসে দোকানদারী করছিল। সে সময় আকমদ দোকানে এসে চা খেয়ে পান দেবার কথা বললে টাকা দাবী করে নুরুল।

তখনই মিটমাট করে দেন। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ নুরুল তাঁর নিজ বড়ি থেকে এলাকায় মসজিদে নামাজ পড়তে যাবার সময় পিছন দিক থেকে আকমদ আলী এসে নুরুলের পিঠের নিচে ছুরি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই নুরুল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার শুরু করে। নুরুলের সঙ্গে অন্যান্য গ্রামবাসীরাও ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৩২ ▫১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৭ ভাদ্র ▫ শনিবার ▫১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সংবিধানের লজ্জা

মুখে গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেও এবং সংবিধানের নামে শপথ নিলেও শাসক বিজেপি যে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য মনে করে তা আর একবার প্রমাণ করিয়া দিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। বিজেপি সংবিধানকে শুধু অবমাননাই করে না তার পরিবর্তে আরএসএস'র মতাদর্শকে সর্বদা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করে। নিরপেক্ষতার ও সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করে। নিরপেক্ষতার ও সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিবার শপথ নিয়া যিনি অধ্যক্ষ হইয়াছিল নৈতিক অধঃপতন ও মানসিক বিকার কোথায় পৌঁছাইলে তিনি বলিতে পারেন ব্রাহ্মণরাই সমাজে শ্রেষ্ঠ জাত। অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকা প্রাচীন ভারতীয় পশ্চাদপদ সমাজ ভাবনার অন্ধকূপে নিমজ্জিত বর্ণপ্রথাকে নতুন করিয়া জাগাইয়া তুলিবার মধ্য দিয়া বিশ্বের বৃহত্তর গণতন্ত্রের আইনসভার পরিচালক বুঝাইয়া দিলেন তিনি আর যাই হোন ঐ পদের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত নন। ভারতের সংবিধান নাগরিকদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদকে মান্যতা দেয় না। জাতপাত থেকে শুরু করিয়া ধর্ম, সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনও কিছুর ভিত্তিতে নাগরিকদের ভাগ করা যায় না। সংবিধানের চোখে সকল নাগরিক সমান মর্যাদার অধিকারী। জাত বা ধর্মের নিরিখে কেউ কারও থেকে বড় নয়। জাত বা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের সংবিধান কাউকে বাড়তি সুবিধা বা আধিপত্যের অধিকার দেয়নি। যে সংবিধানের নামে শপথ নিয়া ওম বিড়লা অধ্যক্ষ হইয়াছিল সেই সংবিধান সম্পর্কে তাঁহার ধারণা নিয়া গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়া গেছে। হয় সংবিধান সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ কোনও ধারণা নেই অথবা তিনি জানিয়া বুঝিয়া সংবিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। সংবিধান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সকলের থাকিবে এমন কোনও কথা নেই। অনেকেই সংবিধানের বিষয়বস্তু নিয়া যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু তাই বলিয়া অধ্যক্ষ সংবিধানের মূল নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ তাকাইবেন এমনটা মেনে নেওয়া যায় না। তাছাড়া অধ্যক্ষের অফিসে সংবিধানের যাবতীয় ধারা উপধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একাধিক অফিসার আছেন। তাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অধ্যক্ষকে সংবিধান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন। ফলে অধ্যক্ষের না জানার কোনও কারণ থাকিতে পারে না। তিনি জানিয়া বুঝিয়া সংবিধান অস্বীকার করিয়াছেন। আসলে সঙ্ঘ পরিবারের দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী তিনি সংবিধানকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করিয়া আরএসএস'র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শকেই উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন। মনু সংহিতার অনুসরণে আরএসএস সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথাকে মান্যতা দেয়। সেই মতো সমাজ বিভাজনকে মেনে নিয়া ধর্মীয় কুসংস্কারের মধ্যে মানুষের যুক্তিবাদী আধুনিক চিন্তাকে নির্মূল করিয়া দিতে চায়। অর্থাৎ বেদ-উনিষদের যুগ থেকে যেভাবে মানুষকে একাধিক বর্ণে ভাগ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শোষণ নিপীড়নের ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল তাকেই অনড়-অচল-অপরিবর্তনীয় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। এই বর্ণভেদ ঈশ্বরের সৃষ্টি। তাই জাত জন্মগত। জন্মসূত্রেই জাত নির্ধারিত হয়। মানুষের মেধা, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য নেই। এই ব্যবস্থায় শূদ্র তথা দলিত-আদিবাসীরা সমাজে সবচেয়ে ঘৃণিত ও ধিকৃত। ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ। তাহারাই সমাজের মাথা। তাহারাই সমাজের যাবতীয় বিধান দিবে। এই ব্রাহ্মণ্য প্রথাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আরএসএস-বিজেপি'র রাজনৈতিক লক্ষ্য। আসলে সমাজে অর্থনৈতিকভাবে শোষিত-নিপীড়িত মানুষ, সামাজিকভাবে পদদলিত মানুষ যাতে জোট বাঁধিতে না পারে তাহাই ধর্মীয় বিধানের জালে তাহাদের বন্দি করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা। তাহারা যাতে প্রশ্ন করিতে না পারে তার জন্য ধর্মের দোহাই। লোকসভার অধ্যক্ষ সেই ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কাঁধে তুলিয়া নিয়াছেন। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি যে বিজ্ঞান ও যুক্তি তাকে হিন্দুত্ববাদীরা অস্বীকার করে। বেদ-উপনিষদকে চিরন্তন সত্য জ্ঞান করে। সারত্রা বিশ্বে এসব হাস্যকর বলিয়া বিবেচিত হইলেও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই অন্ধ ভক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় নাই। তাই সংবিধানে কি আছে বা আধুনিক মানবসভ্যতা কোন সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্রুত আগাইয়া যাচ্ছে সেইসব নিয়া তাঁহাদের কোনও মাথা ব্যাথা নাই। এঁরা হিন্দুত্বের মধ্যযুগীয় জলাতেই মানুষকে ডুবাইয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে হত্যা করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায়। ওমপ্রকাশরা ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন না, আরএসএস'র হিন্দুত্ববাদী স্বৈরতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংযুক্তিকরণের প্রতিবাদ-সহ একাধিক দাবিদাওয়া ঃ নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও আরও কিছু দাবিতে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্ক অফিসারদের চারটি সংগঠনঊ অর্থাত২৬ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দেশজুড়ে বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। শুধুমাত্র ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর নয়, নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ওই চারটি ব্যাঙ্ক অফিসার্স ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন।

স্ট্রাইক নোটিশে ব্যাঙ্ক অফিসারদের চারটি সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যাঙ্কিং সেক্টরের সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও আরও কিছু দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চলবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাঙ্ক ধর্মঘটঊ তবে, ধর্মঘটে এটিএম পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

দশটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দিয়ে চারটি বড় মাপের ব্যাঙ্ক তৈরির কথা গত ৩০ আগস্ট ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ-সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামছে চারটি ব্যাঙ্ক অফিসার্স ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, যথাক্রমে অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশন (এআইবিওসি), অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইবিওএ), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস (আইএনবিওসি) এবং ন্যাশনাল অরগানাইজেশন অফ ব্যাঙ্ক অফিসার্স (এনওবিও)।

এআইএডিএমকে-র অবৈধ ব্যানার অকালেই কাড়ল তরুণীর প্রাণ, ক্ষোভ প্রকাশ এম কে স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর শাসক দল এআইএডিএমকে-র পোস্টার-ব্যানার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চেন্নাই শহরজুড়েঊ বৃহস্পতিবারই এআইএডিএমকে-র 'অবৈধ' ব্যানার অকালেই প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ২২ বছর বয়সি একজন তরুণীরঊ স্কুটি চালিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন ২২ বছর বয়সি তরুণী শুভশ্রীঊ আচমকাই এআইএডিএমকে-র ব্যানার ওই তরুণীর শরীরের উপর পড়ে যায়ঊ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান শুভশ্রীঊ ততণাততাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ

শুভশ্রীর অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ডিএমকে প্রেসিডেন্ট এম কে স্ট্যালিনঊ একইসঙ্গে তিনি ই কে পালানিস্বামী সরকার এবং পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনেছেনঊ শুক্রবার সকালে এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, 'সরকারের উদাসীনতা এবং অদক্ষ পুলিশ অফিসারদের জন্যই শুভশ্রীর মৃত্যু হয়েছেঊ অবৈধ ব্যানার আরও একটি প্রাণ কেড়ে নিলঊ ক্ষমতার লোভ ও নৈরাজ্যবাদী শাসনে আর কতজন প্রাণ হারাবেন?

মোদির যুগেই এন আর সি বাস্তবের মাটিতে

গৌতম রায়

এন আর সি ঘিরে এখন গোটা দেশব্যাপী বিতর্ক চলছে। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই বিতর্কটি কার্যত রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এন আর সির বিষয়টি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মতোই অসমেও একটি বড় রকমের বিতর্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। সে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করার পর, সেখানকার রাজনৈতিক কার্যক্রমে এন আর সি একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

অসমের প্রেক্ষিতে এন আর সি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যটির ব্রিটিশ আমল থেকে ভৌগোলিক সীমারেখা ঘিরে ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ১৮৭৪ সালে প্রথম বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট থেকে অসমকে আলাদা করেছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গ করেন, তখন ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই অসম প্রদেশটিকে জুড়ে দেয় সদ্যগঠিত পূর্ববঙ্গের সঙ্গে।

হিন্দু -মুসলমান নির্বিশেষ বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রবল প্রতিরোধের ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি বাধ্য হয়েছিল এই বঙ্গবঙ্গ রদ করতে। বঙ্গভঙ্গ রদের পর অসম কিন্তু ১৮৭৪ সালের পরবর্তী সময়ে যে প্রশাসনিক অবস্থানে ছিল সেই অবস্থানে অবার ফিরে যায় অর্থাৎ অসম একটি পৃথক প্রশাসনক প্রদেশ হিসেবেই তখন পরিগণিত হত।

১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক নির্দেশিকার মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতির ফলে অসমের বাঙালিরা তাঁদের মাতৃভাষা বাংলায় পড়াশোনা করার সুযোগ পান। অসমের বাঙ্গালির এই মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগের প্রবল বিরোধিতা করে অসম অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সংগঠন। সম্ভবত জাতীয় আন্দোলন চলাতালীন সেই প্রথম বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পর অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতির বিজয় প্রতিষ্ঠার নাম করে, একমাত্র অসমিয়া ভাষায় শিক্ষাদানের দাবি, জানানোর ভেতর দিয়ে এই অসম অ্যাসোসিয়েশন নামক সংগঠনটি প্রথম ঐতিহ্যশালী অসমে বাঙালি ও অসমিয়াদের ভিতরে একটা বিভাজনকে তীব্র করে তুলতে শুরু করে।

ব্রিটিশ শাসনকালের একটা বড় সময় জুড়ে অসমের রাজনৈতিক প্রশাসনিক শিক্ষা সামাজিক, সাংস্কৃতিক---প্রায় প্রত্যেকটি পরিমণ্ডলে বাঙালিদের বিশেষ রকমের আধিপত্য ছিল। এই আধিপত্যের দরুণ অসমের বাঙালিরা যে সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপরে নানা ধরনের অবিচার চালায়নি, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন অনুযায়ী যখন নির্বাচন হয়, তখন অসম প্রদেশের প্রিমিয়ার তথা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ সাদউল্লাহ (১৮৮৫-১৮৫৫)। তাঁকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পদতু্যত করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নানা রাজনৈতিক কৌশলে ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনকে প্রভাবিত করে সে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করেন কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলুই (১৮৯০-১৯৫০)।

অসমের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতার আগে সে রাজ্যে অসমিয়া অস্মিতার বিষয়টি প্রথম জোরদার হতে শুরু করে। নানা ঐতিহাসিক কারণেই বহুকাল ধরে অসমে বিভিন্ন ধরনের জাতিসত্তার মানুষের বাস। তাঁদের ভিতর বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতির কার্যকারিতার ভেতর দিয়ে বাঙালিরা ছিল সেখানে বিশেষ রকমের উন্নত এবং এগিয়ে থাকা মানুষ। বাঙালির সংখ্যাও অসমে ছিল অন্যান্য যে কোনও জাতিসত্তার মানুষের থেকে অনেক বেশি। বস্তুত গোটা অসমের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের থেকে বেশি মানুষ হলেন বাঙালি। এই বাঙালির ভেতরে কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছেন। গত শতাব্দীর চারের দশক থেকে অসমিয়া জাতিসত্তার প্রশ্নটিকে উসকে দিয়ে, অসমিয়া অস্মিতাকে ক্রমশ বল্লহীন করে দেওয়ার কাজটি প্রথম কংগ্রেসের নেতৃত্বে শুরু হয়। ফলে অসমের মানুষদের ভেতরে তাঁদের নিজেদের রাজ্যে নিজেদের একটা একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ঘিরে উচ্চশা তৈরি হয়। সেই উচ্চাশাতে অসমের বাঙালিদের প্রধান শত্রু হিসাবে ধরে নেয় অসমিয়ারা।

এই যে উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতার আগে থেকেই অসমে তৈরি হতে শুরু করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়েই সেখানে তৈরি হতে শুরু করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়েই সেখা নতৈরি হয়ে যায় বাঙালিদের শত্রু হিসাবে ধরে নেয় অসমিয়ারা।

এই যে উগ্র জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনতার আগে থেকেই অসমে তৈরি হতে শুরু করে, সেই দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়েই সেখানে তৈরি হয়ে যায় বাঙালিদের শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করবার এক ধরনের অপচেষ্টা। বাঙালিদের শত্রু হিসেবে প্রচারের ক্ষেত্রে অসমিয়াদের যে কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করবার কোনও চেষ্টা কিন্তু স্বাধীনতার আগে বা পরে কংগ্রেস দল করেনি।

এই জায়গা থেকেই কিন্তু বাঙালিদের সনাক্তকরণের প্রশ্নটিও ধীরে ধীরে সেখানে প্রাধান্য পেতে শুরু করেছিল। সেই পথ ধরেই অসমিয়া অস্মিতা একটা সময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রবল রক্তক্ষয়ী হিংসায় পর্যবসিত হয়। দাঙ্গা হাঙ্গামা, ঘর জ্বালানো, খুন-জখম এসব হয়ে ওঠে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

গোপীনাথ বরদলুই কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্বাধীনতার আগেই অসমের দায়িত্বভার। গ্রহণ করার পর অসমের বাঙালি মুসলমানদের উপর থাঁর সরকার ভয়াবহ অত্যাচার শুরু করে দেয়। বাঙালি মুসলমানদের উপর বরদলুই সরকারের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে সেখানকার বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে তখন এই ধারণা গড়ে উঠতে শুরু করে যে বরদলই সরকার মুসলমানদের অসম তৈরি করবে।

সেই কারণেই বরদলুই সরকারের বাঙালি মুসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার নিয়ে অসমের বাঙালি হিন্দুরা কিন্তু কোনও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়নি। বামপন্থীরা কিন্তু তাঁদের সীমিত রাজনৈতিক শক্তি নিয়েই বরদলুই সরকারের এই জাতি ও ধর্মভিত্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে এবং সাধ্যমতো প্রতিরোধ তখন থেকেই সোচ্চার থেকেছেন।

অসমের সমস্ত অবামপন্থী রাজনৈতিক দলই বিভিন্ন সময়কালে, বিভিন্ন পর্যায়ে অসমিয়া বাঙালি জাতিসত্তাকে বিঘ্নিত করতে হিন্দু মুসলমানের তাস খেলেছে। তবে সেই তাস খেলে কোনও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলই ক্ষমতা এসে সফল হতে পারেনি।

অসমে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির ভেতরে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার প্রশ্নে, সংস্কৃতিভিত্তিক সামাজিক ঐক্যের প্রশ্নে যে ঐক্য এবং সংহতি আছে, তা আজ পর্যন্ত সে রাজ্যের ক্ষমতাসীন কোনও রাজনৈতিক দলই কিন্তু ভাঙতে পারেনি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বরদলুই সরকারের তৈরি করা বিষবৃক্ষের প্রথম ফসল হিসাবে ১৯৪৮ সালে গুয়াহাটি শহরে এক বিধ্বাংসী বাঙালি বিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল। সেই দাঙ্গায় বাঙালিদের ঘর বাড়ির ওপর ব্যাপক ভাঙচুর, লুঠতরা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ৫০ জনেরও বেশি বাঙালি সেই দাঙ্গাতে ভায়াবহভাবে আহত হয়েছিলেন। একজন হিনত হয়েছিলেন।

এর ঠিক দু'বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৫০ সালে গোটা অসম জুড়ে হয় বাঙালি খেদা আন্দোলন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া, মঙ্গলদই, নওগাঁ ধুবড়ি—এইসব অঞ্চলগুলিতে ছিল বাঙালি আধিপত্য। তাই এইসব অঞ্চলগুলিতে বাংলা ভাষার প্রাধান্যযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ছিল যতেষ্ট বেশি। সেইসব বাঙালিপ্রধান স্কুলগুলিতে এই সময় অসম সরকার (বলা বাহুল্য, সেই সরকারের প্রধান ছিল কংগ্রেসে) স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়।

দেশের সর্বোচ্চা আদালত সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু এই দশ বছর সময়কালে ২০০৩ সালে তৈরি হওয়া নাগরিকত্ব সংশাধনী আইনের সংযোজিত ১৪ এ ধারাটি সম্পর্কে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেনি। পরবর্তীকালে অসমের একটি সংগঠন, যাঁদের আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আর এস এস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি, তারই সুপ্রিম কোর্টে এ সম্পর্কে একটি আবেদন করে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে তারা অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির কাজ শুরু করবার আদেশটি সুপ্রিম কোর্ট থেকে বের করতে সমক্ষ হয়। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক শক্তির মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগ ত্রিপুরা ঘিরেও শুরু হয়েছে। বাজপেয়ী আমলে যে সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল তা কার্যকারী রূপ নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদির আমলে।

স্বাধীনতার বছরই দেখতে পাওয়া যায়, অসমের বাঙালি প্রাধান্য যুক্ত এলাকাগুলিতে ২৫০টি প্রাইমারি স্কুলের মধ্যে ২৪৭টি বাংলা মাধ্যমের স্কুল সরকারি অনুদান বন্ধ হওয়ার জন্য পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকেই অসমে দীর্ঘকাল ধরে বসবাসকারী বাঙালিরা জীবন জীবিকা রক্ষার তাগিদে অসম ছাড়তে শুরু করেন। অসমিয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে ১৯৬০ সালে অসম বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করা হয় এবং সেই প্রস্তাব অনুমোদিন হয়। বরাক উপত্যকার কাছাড়ের ১০ জন বাঙালি সদস্য একযোগে বিধানসভায় ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বাঙালিদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্নেও নানা ধরনের সামাজিক ও প্রশাসনিক আক্রমণ সরকার নামিয়ে আনতে শুরু করে। ১৯৬০ সালে জাতিসত্তার প্রশ্ন অসমের বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার ৫০ জনেরও বেশি মানুষ খুন হন এবং ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন। এর প্রতিবাদে বরাক উপত্যকার বাঙালিরা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিতে ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৬১ সালের ১৯ শে মে ১১ জন বাঙালি শহিদ হন, তার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। কংগ্রেসী সরকারের পুলিশের গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন ৩০ জন আন্দোলনকারী।

এই প্রেক্ষাপটের ভেতরেই রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্বকালে অসমে ভয়ঙ্কর রকমের অরাজকতা সৃষ্টিকারী অসম গণপরিষদের নেতা প্রফুল্ল মহন্ত, ভৃগু ফুকনদের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের। অপরিণত রাজনীতির রাজীবন গান্ধির এই কর্মকাণ্ডকে কঠিন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে দীর্ঘদিনের কংএগ্রস নেতা তথা পরবর্তীকালে কংগ্রেসত্যাগী প্রফুল্লচন্দ্র সেন সেদিন বলেছিলেন, স্বাধীনতার সময়কালে গান্ধি নেহরুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এই চুক্তি রাজীব গান্ধি সম্পাদিত করেছে।

বস্তুত গোপীনাথ বরদলুইয়ের আমল থেকে জাতিসত্তার প্রশ্নে অসমে অসমিয়া অস্মিতাকে উস্কে দিয় জাতিসত্তা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে বল্লাহীন করে তোলা হয়েছিল। সেই বল্লাহীনতার একটা নগ্ন বহিঃপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয় রাজীব গান্দির আমলে ১৯৮৫ সালের চুক্তির ভেতর দিয়ে।

এই চুক্তির ভেতর দিয়েই অসমিয়া অস্মিতদার সঙ্গে যুক্ত করা হয় বাংলাদেশের নাগরিকদের অনুপ্রবেশের প্রশ্নটিকে। বাংলাদেশের নাগরিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার দাবির ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িক আরএসএস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি গোটা অসম জুড়ে অসমিয়া বাঙালি সংঘাতকে কার্যত হিন্দু-মুসলমান সংঘাতে পরিণত করে।

বাংলাদেশের বেআইনি অনুপ্রবেশকারী নাগরিকদের বহিষ্কারের দাবির ভেতর দিয়ে কার্যত অসমে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবরোধ তৈরি করা হয়। সাম্প্রদায়িক বিজেপির এই উদ্যোগে কংগ্রেস যে পর্দার আড়াল থেকে মত জোগায়নি তা মনে করার আদৌ কোনও কারণ নেই।

রাজীবন প্রফুল্ল মোহন্ত চুক্তির ভেরত দিয়ে অসমের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে নাগরিকত্ব আইনের ৬ এ ধারা তৈরির যে পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল, সেটিকেই পরবর্তীকাল কেন্দ্রে এনডিএ নামক নীতিহীন, সুবিধাবাদী জোট সরকারের প্রধান শরিক হিসেবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারকে ২০০৩ সালের নাগরিকত্বে সংশোধনী আইনের ১৪এ ধারা সংযোজনের সুযোগ করে দেয়। বাজপেয়ীর আমলে নাগবিকত্ব আইনের এই ১৪ এ ধারাতে কেবল অসম নয়, গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বাধ্যতামূলক এনআরসি অর্থাৎ নাগরিকপঞ্জি তৈরি করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

দুঃখের কথা, বাজপেয়ী সরকার এই আইন তৈরি কররার পর ১০ বছর পর ভারতবর্ষ শাসন করেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। সেই সরকারও কিন্তু একটিবারের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ১৪এ ধারার কোনওরকম অদলবদল নিয়ে আদৌ ভাবনাচিন্তা করেনি। প্রথম দফার ইউপিএ সরকারের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন বামপন্থীরা। যে সময়কালে বামপন্থীরা বারবার জোরের সঙ্গে দাবি জানিয়ছিল ২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের তৈরি করা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ১৪এ ধারাটিকে ভাবনাচিন্তা করা হোক। কারণ এই বাধ্যতামূলক এন আর সি বা নাগরিকপঞ্জি তৈরি করার ভেতর দিয়ে শাসক যে খুব সহজেই তার অপছন্দের মানুষের গায়ে বিদেশি তকমা গালিয়ে, অপছন্দের মানুষেক গায়ে বিদেশি তকমা লাগিয়ে, অপছন্দের মানুষকে জোরজুলুম করে রাষ্ট্রহীন করে দিতে পারে---এই ভয়াবহ আশঙ্কটি সেদিন একমাত্র রামপন্থীদেরই মনে এসেছিল। তাই তাঁরা নাগরিকত্ব আইনের এই ভয়াবহ আসঙ্কাটি সেদিন একমাত্র রামপন্থীদেরই মনে এসেছিল। তাই তাঁরা নাগরিকত্ব আইনের এই ভয়াবহ দিকটির একটি রক্ষাকবচ তৈরির জন্য নানাভাবে মনমোহন সিং সরকারের নেতৃত্বাধীন প্রথম দফার ইউপি এ সরকারের কাছে দাবি, আর্জি, অনুরোধ, আবেদন জানিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য, কংগ্রেস দল বা প্রথম দফার ইউপিএ সরকার বামপন্থীদের সেই দাবিদাওয়ার প্রতি আদৌ কোনওরমক কর্ণপাত করেনি।

দেশের সর্বোচ্চা আদালত সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু এই দশ বছর সময়কালে ২০০৩ সালে তৈরি হওয়া নাগরিকত্ব সংশাধনী আইনের সংযোজিত ১৪ এ ধারাটি সম্পর্কে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেনি। পরবর্তীকালে অসমের একটি সংগঠন, যাঁদের আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আর এস এস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি, তারই সুপ্রিম কোর্টে এ সম্পর্কে একটি আবেদন করে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে তারা অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির কাজ শুরু করবার আদেশটি সুপ্রিম কোর্ট থেকে বের করতে সমক্ষ হয়। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক শক্তির মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগ ত্রিপুরা ঘিরেও শুরু হয়েছে। বাজপেয়ী আমলে যে সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল তা কার্যকারী রূপ নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদির আমলে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

দেশের সর্বোচ্চা আদালত সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু এই দশ বছর সময়কালে ২০০৩ সালে তৈরি হওয়া নাগরিকত্ব সংশাধনী আইনের সংযোজিত ১৪ এ ধারাটি সম্পর্কে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেনি। পরবর্তীকালে অসমের একটি সংগঠন, যাঁদের আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আর এস এস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি, তারাই সুপ্রিম কোর্টে এ সম্পর্কে একটি আবেদন করে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে তারা অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির কাজ শুরু করবার আদেশটি সুপ্রিম কোর্ট থেকে বের করতে সমক্ষ হয়। পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক শক্তির মাধ্যমে এই ধরনের উদ্যোগ ত্রিপুরা ঘিরেও শুরু হয়েছে। বাজপেয়ী আমলে যে সলতে পাকানো শুরু হয়েছিল তা কার্যকারী রূপ নিচ্ছে নরেন্দ্র মোদির আমলে।

বাধারঘাট কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনকে ঘিরে শুক্রবার আগরতলায় ভোট কর্মীদের মহড়া। ছবি-নিজস্ব।

বামেদের নবান্ন অভিযানে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, জলকামান

কলকাতা,১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স): বামেদের নবান্ন অভিযান ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হল শুক্রবার। আজ দুপুরে হাওড়ার মল্লিকফটকে বাম ছাত্র যুব কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। মল্লিকফটক মোড়ে বাম ছাত্র-যুবদের নবান্নমুখী মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকানোর পরই শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, লাঠিচার্জে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাওড়ার প্রাণকেন্দ্র।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, পাল্টা তেড়ে যাওয়া পুলিশের। পুলিশের লাঠিচার্জ, বামেদের পাল্টা ইট,বোতলবৃষ্টিতে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হাওড়ার মল্লিক ফটক এলাকা। এসবের মধ্যেই চলছে জলকামান- কাঁদানে গ্যাস। কখনও পিছু হঠছে পুলিশ, কখনও বাম ছাত্র যুবদের মিছিল। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত বেশ কয়েকজন বাম ছাত্র যুব কর্মী। আহত হয়েছেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বাম ছাত্র যুবদের ইটের আঘাতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও। বেশ কয়েকজন বাম কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ হাওড়া পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, 'আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, মিছিলকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল হতে পারে। সে কারণেই পুলিশ মল্লিক ফটকের আগেই মিছিল আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়'। মিছিল ঘিরে অশান্তির আশঙ্কায় মিছিল শুরু হওয়ার পরই ওই রুটে যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়।

সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো কারখানা এখন অতীত। সেই কারখানা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যানো কারখানার জমিতে চাষাবাদও নৈব নৈব চ। কলকারখানা ও কাজের দাবিতে সেই সিঙ্গুর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে ফের পথে নেমেছে বামেরা। রাজ্যে কর্মসংস্থান, নতুন শিল্প তৈরি, কাজ না পাওয়া অবধি বেকার ভাতার ব্যবস্থা এবং কম খরচে পড়াশোনার সুযোদের দাবিতে দু'দিনের এই নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় ১২টি বামপন্থী যুব এবং ছাত্র সংগঠন। বৃহস্পতিবার সিঙ্গুর থেকে রওনা হয় মিছিল। ডানকুনিতে রাত্রিবাসের পর শুক্রবার হাওড়া ময়দান ও স্টেশন থেকে কলকাতার দিকে রওনা দেয় মিছিল। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই রাজ্য নেতৃত্বের দাবি প্রায় ১০ হাজার কর্মী-সমর্থক বৃহস্পতিবার পথে হেঁটেছিলেন। এদিন সেই সংখ্যা আরও বাড়ে। তাই,অশান্তি এড়াতে মিছিলের যাত্রাপথে মোতায়ের করা হয় পুলিশের বিশাল বাহিনী। এদিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল নবান্নমুখী রাস্তা। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় নবান্নকে। নবান্নের সব গেট বন্ধ রাখা হয়। পরিচয়পত্র দেখিয়েই নবান্নে ঢুকতে দেওয়া হয় কর্মীদের।

আন্দোলনকারীরা প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা হাওড়া স্টেশন থেকে বঙ্কিম সেতু পেরিয়ে বঙ্গবাসী মোড় হয়ে মল্লিক ফটক থেকে বাঁ দিক ধরে জিটি রোড ধরে নবান্নের দিকে যাবে। এদিন সকাল থেকেই ওই রুটে তিনটি পর্যায়ে ব্যারিকেড করা হয়। মল্লিক ফটকের সামনে ব্যারিকেডটি মূল বাধা হিসাবে তৈরি করা হয়। সেখানে মিছিলের প্রথম ধাপে রাখা হয় মহিলা পুলিশ কর্মীদের। তাঁদের পিছনে কমব্যাট ফোর্স ও রোবো কপ। সেই বাধা পেরতে পারলে মিছিলকে ধাক্কা খেতে হবে ইস্পাতের ব্যারিকেডে। সেখানেই রাখা হয় জলকামান। এছাড়া কাঁদানে গ্যাস সহ বিশেষ বাহিনীও মোতায়েন করা হয় ওই মল্লিক ফটকে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ কর্তারা ছাড়াও, আশপাশের জেলা থেকে অতিরিক্ত বাহিনী আনা হয় ওই মিছিল রুখতে।

বেলা একটা নাগাদ হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু হয় মিছিল। একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। ফোর্সর রোড থেকে মল্লিকফটক, সর্বত্র স্টিলের ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হয় পথ। ড্রোন উড়িয়ে চলে নজরদারি। প্রচুর পুলিশ, রোবো কপ এবং কমব্যাট বাহিনী ঘিরে রাখে মিছিলের গোটা রুট। দুপুর ১টা নাগাদ হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন রেল মিউজিয়ামের সামনে জমায়েত করেন বাম ছাত্র-যুবরা। তাঁরা রেল মিউজিয়ামের সামনে থেকে রওনা দিয়ে ২টো নাগাদ বঙ্কিম সেতু পেরিয়ে মল্লিক ফটকের মুখে পৌঁছন। সেখানেই তৈরি ছিল পুলিশের বিশাল ব্যারিকেড। সেখানে মিছিল পৌঁছতেই পুলিশ মাইকে মিছিলকে এগোতে বারণ করে। আগেই বাম-ছাত্র যুবরা জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা পুলিশের বাধা মানবেন না। তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে। তার মধ্যেই পুলিশকে লক্ষ্য করে উড়ে আসতে থাকে ইট এবং বোতল। পাল্টা পুলিশও শুরু করে এলোপাথাড়ি লাঠি চার্জ। মিছিল কয়েক মিনিটের জন্য থমকে যায়। এর পর ফের মিছিল এগোতে শুরু করলে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাসও।

জোড়-বিজোড় স্কিমের প্রয়োজন নেই দিল্লিতেঃ গডকড়ি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): 'জোড়-বিজোড় প্রকল্পের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। দিল্লিতে রিং রোডই উল্লেখযোগ্যভাবে নগরীর দূষণ হ্রাস করেছে। আমাদের পরিকল্পিত প্রকল্পগুলি আগামী ২ বছরে দিল্লিকে দূষণমুক্ত করবে', শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জোড়-বিজোড় স্কিমের বিরোধিতা করে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি।

বায়ুদূষণ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এপিক (ইপিআইসি - এনার্জি পলিসি ইনস্টিটিউট অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো) ও ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল রিসোর্স ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কেজরিওয়াল। জোড়-বিজোড়, মাস্ক বিলির মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, 'নতুন মোটরযান আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে দিল্লির ট্র্যাফিকের উন্নতি হয়েছে। যদি এমন কোনও ধারা থাকে যার কারণে মানুষ বেশি সমস্যার মুখোমুখি হন এবং আমাদের জরিমানা হ্রাস করার ক্ষমতা থাকে তবে তা অবশ্যই করব।' জোড়-বিজোড় স্কিমের বিরোধিতা করে নিতিন গডকড়ি বলেন, 'এটা সরকারের সিদ্ধান্ত তারা জোড়-বিজোড় স্কিম প্রয়োগ করবে কিনা।

বধূ নির্যাতনের মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বধূ নির্যাতনের মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং। বিগ বস ১০-এর প্রতিযোগী আকাঙ্খা শর্মা দু'বছর আগে তাঁর স্বামী জোরাবর সিং, যুবরাজ সিং, শবনম সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। যুবরাজ সিংয়ের ভাই জোরাবর। আকাঙ্খা অভিযোগ করেছিলেন, জোরাবর ও পরিবারের লোকজন তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন করতেন। আকাঙ্খা এও অভিযোগ করেছিলেন, যুবরাজও তাঁর উপর মানসিক নির্যাতন চালাতেন। মামলা গড়ায় আদালত পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত, আকাঙ্খা ও জোরাবরের বিবাহবিচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এদিকে, যুবরাজ ও তাঁর পরিবারের উপর থেকে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নিয়েছেন আকাঙ্খা। আকাঙ্খা বলেন, ''আমার জন্য যুবরাজ ও তাঁর পরিবারের কারও সম্মানহানি হলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আদালত আমার দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের সম্মতি দিয়েছে। সব জায়গায় নিজের অভিযোগ জানানো হয়তো আমার উচিত হয়নি।'' আদালতের বাইরে যুবির পরিবারের লোকজনের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন আকাঙ্খা।

জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো 'বিস বস'-র দশম মরশুমের প্রতিযোগী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন আকাঙক্ষা। তখনই পারিবারিক হেনস্থার কথা জানিয়েছিলেন তিনি। সে সময়ও এনিয়ে সরব হয়েছিলেন।উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে অক্টোবর মাসে ভাসুর যুবরাজ, শাশুড়ি শবনম সিং এবং স্বামী জোরাবর সিংয়ের বিরুদ্ধে গুরুগ্রাম আদালতে পারিবারিক নির্যাতনের মামলা দায়ের করেন আকাঙ্খা শর্মা।

কাঠুয়ায় গ্রেফতার ৩ জেএমবি জঙ্গির সাতদিনের পুলিশি হেফাজত

জম্মু, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে বড়সড় নাশকতার ছক বানচাল করে কাঠুয়া জেলা থেকে গ্রেফতার তিন জেএমবি জঙ্গিকে সাতদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। কাঠুয়া জেলায় বৃহস্পতিবার একটি ট্রাক থেকে চারটি একে-৫৬ রাইফেল এবং দু'টি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করে সুরক্ষা বাহিনী। এছাড়াও ছ'টি ম্যাগাজিন এবং ১৮০ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় ৩ জন জইশ-ই-মহম্মদ (জেএমবি) জঙ্গি।

জম্মু-র সিনিয়র পুলিশ সুপার শ্রীধর প্যাটেল জানিয়েছেন, ধৃত ৩ জেএমবি জঙ্গিকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় সকাল আটটা নাগাদ একটি ট্রাককে আটক করা হয়, ওই ট্রাকের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চারটি একে-৫৬ রাইফেল এবং দু'টি একে-৪৭ রাইফেল। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ জন সন্দেহভাজন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিকে। আটক করা হয়েছে ট্রাকটি।

পুলিশ সূত্রের খবর, পঞ্জাবের বামিয়াল থেকে কাশ্মীর অভিমুখে যাচ্ছিল ট্রাকটি। আইজিপি জানিয়েছেন, ধৃত ৩ জন জঙ্গির বাড়ি কাশ্মীরেই। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কাশ্মীর উপত্যকার ওভার গ্রাউন্ড (জঙ্গিদের মদতদাতা) কর্মীদের সহায়তায় কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পাঠানকোটে এসেছিল জেএমবি জঙ্গিরা।

পাঠানকোট থেকেই কাশ্মীর উপত্যকায় ফিরে যাচ্ছিল তারা। কাঠুয়ার এসএসপি শ্রীধর পাটিল জানিয়েছেন, 'ট্রাক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চারটি একে-৫৬ এবং দু'টি একে-৪৭ রাইফেল। ছ'টি ম্যাগাজিন এবং ১৮০ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ তিনজনকে শনাক্ত করেছে- আবেদার কান্দি, রাজপোরা পুলওয়ামার বাসিন্দা উবাইদ-উল-ইসলাম, পাখেরপাড়া চর-ই-শরিফ, বাডগামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আহমদ পর্রে; এবং রাজপোরা পুলওয়ামার আওলর কান্দি বাসিন্দা সাবিল আহমদ বাবা।

গণপতি উতব শেষে দুঃসংবাদ! মহারাষ্ট্রজুড়ে গণেশ-বিসর্জনে মৃত্যু ১৮ জনের

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গণপতি উতব শেষে, মহারাষ্ট্রজুড়ে দুঃসংবাদ! বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে গণেশ-বিসর্জনের সময় মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। প্রশাসন সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পুণে, অমরাবতী, নাশিক-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্তে গণেশ-বিসর্জনের সময় জলে ডুবে অথবা অন্যান্য কারণে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছেউ জলে ডুবে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ১১টি জেলায়, যথাক্রমে অমরাবতী, নাশিক, থাণে, সিন্ধুদুর্গ, রত্নাগিরি, ধুলে, ভান্দ্রা, নান্দেদ, আহমেদনগর, আকোলা এবং সাতারা জেলায়উ ১১টি জেলায় গণেশ-বিসর্জনের সময় জলে ডুবে অথবা অন্যান্য কারণে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, অমরাবতীতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে, রত্নাগিরিতে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন, নাশিকে মৃতের সংখ্যা দুই, সিন্ধুদূর্গ এবং সাতারা জেলাতেও দু'জন করে প্রাণ হারিয়েছেনউ থাণে, ধুলে, আকোলা এবং ভান্দ্রায় একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন।

থাণে : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট নাগাদ থাণে জেলায় গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মৃত্যু হয়েছে ১৫ বছর বয়সি একটি কিশোরেরউ কাসারার বাসিন্দা ওই কিশোরের নাম কল্পেশ যাদব।

নাশিক : নাশিক জেলায় গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মৃত্যু হয়েছে দু'জনেরউ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তিনজনকে এবং একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃতদের নাম হল-প্রশান্ত পাটিল (৩৮) এবং যুবরাজ রাথোড় (২৮)। লাইফ গার্ড এবং দমকল কর্মীদের ততরতায় উদ্ধার করা হয় তিনজনকেউ কিন্তু, একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ভান্দ্রা : মহারাষ্ট্রের ভান্দ্রা জেলায় গণপতি বিসর্জনের সময় দোলসার গ্রামে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে একজনেরউ মৃতের নাম হল-সোমা শিভাঙ্কার।

সাতারা : সাতারা জেলাতেও গণপতি বিসর্জনের সময় একজনের মৃত্যু হয়েছে। সাতারা জেলার কারাড-এ কোয়না নদীতে তলিয়ে যান ২০ বছর বয়সি একজন তরুণউ পরে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়উ মৃত যুবকের নাম হল-মালকাপুরের বাসিন্দা চৈতন্য শিণ্ডে (২০)।

আকোলা : আকোলা জেলায় গণপতি বিসর্জনের সময় মৃত্যু হয়েছে ভিকি মোরে (২৭) নামে একজন যুবকের।

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন ঃ প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল জননায়ক জনতা পার্টি

চণ্ডীগড়, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের খুব বেশি দিন আর বাকি নেইউ নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল। পিছিয়ে নেই জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)-ওউ আসন্ন হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)। প্রথম প্রার্থী তালিকায় হরিয়ানার পানিপত গ্রামীণ, উকলানা (এসসি), নারনাউন্দ, মহেন্দ্রগড়, নারনাউল, বাওয়াল (এসসি) এবং হাথিন বিধানসভা আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে জেজেপি।

জেজেপি-র রাজ্য সভাপতি এস নিশান সিং এবং সাংগঠনিক সচিব রাজেন্দ্র লিতানি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে জানিয়েছেন,

তিনের পাতার পর

অর্থ তছরুপ মামলায় এবার ইডি-র নজরে নীরবের ভাই, নেহালের বিরুদ্ধে রেডকর্ণার নোটিশ ইন্টারপোলেব

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলার অন্যতম অভিযুক্ত নীরব মোদীর ভাই নেহাল দীপক মোদীউ অর্থ তছরুপ মামলায় শুক্রবার নীরবের ভাই নেহালের বিরুদ্ধে রেডকর্ণার নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোলউ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) অনুরোধেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

এর ফলে, বিশ্বের যে কোনও দেশে তাঁকে গ্রেফতার-আটক করা যাবে। ৪০ বছর বয়সি নেহালের জন্ম বেলজিয়ামেউ ১৯৭৯ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনিউ নেহাল ইংরেজি, গুজরাটি এবং হিন্দি ভাষায় কথা বলতে সাবলীলউ অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত নেহাল দীপক মোদীর বিরুদ্ধে শুক্রবার গ্লোবাল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে ইন্টারপোলউ রেডকর্ণার নোটিশে ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে ইন্টারপোল আবেদন রেখেছে, নেহাল দীপক মোদীকে দেখা মাত্রই যেন গ্রেফতার অথবা আটক করা হয়উ নীরব মোদীর বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্থা 'ফায়ারস্টার ডায়মন্ড আইএনসি'-র ডিরেক্টর ছিলেন নেহাল। গত বছর নীরব মোদীরা দেশ ছেড়ে পালানোর এক মাস পরই তাদের দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য মার্কিন আদালতে আবেদন করে ওই সংস্থা। এ ছাড়াও 'ইথাকা ট্রাস্ট' নামের আর একটি সংস্থার সঙ্গে নেহাল মোদী যুক্ত ছিলেন বলে দাবি ইডি-র তদন্তকারীদের। তাঁদের দাবি, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ঋণের টাকায় ওই সংস্থার মাধ্যমে দাদার জন্য সম্পত্তি কিনে রাখতেন তিনি।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দুর্নীতি কাণ্ডের চার্জশিটেও তাঁর নাম রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, হংকং, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, আমেরিকা, বার্বাডোজ-সহ আরও বিভিন্ন জায়গায় যে ভুয়ো সংস্থাগুলির মাধ্যমে ঘুরপথে ঋণের টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত প্রমাণ লোপাট এবং নীরব মোদীদের দেশ ছেড়ে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগও রয়েছে নেহাল মোদীর বিরুদ্ধে।

গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবি : ভোপালে মৃত্যু ১১ জনের, বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল বিষাদে! গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মধ্যপ্রদেশের ভোপালে দু''টি নৌকা উল্টে মৃত্যু হল ১১ জনের। এছাড়াও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৭ জনকে। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভোপালের খাতলাপুরা ঘাটে। পুলিশ সূত্রের খবর, গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় শুক্রবার সকালে খাতলাপুরা ঘাটে নদীতে উল্টে যায় দু''টি নৌকা। ওই দু'টি নৌকায় মোট ১৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১১ জনের নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে ৪ জন নিখোঁজ ছিলেন, পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং ভোপাল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীদের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও সাঁতরে প্রাণে বেঁচেছেন ৩ জন। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ইরশাদ ওয়ালি জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোরে দু''টি পৃথক নৌকায় চেপে গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের জন্য যাচ্ছিলেন কমপক্ষে ১৮ জন। ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আচমকাই দু''টি নৌকা ডুবে যায়। ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, এছাড়াও ৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভোপালের জেলাশাসক তরুণ কুমার পিথোড়ে জানিয়েছেন, এই ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ এবং মন্ত্রী পি সি শর্মা। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ১১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ জানিয়েছেন, ''নিহতদের পরিবারপিছু ১১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'' মন্ত্রী পি সি শর্মা জানিয়েছেন, ''খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। নিহতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত করা হবে।'' পুলিশ সূত্রের খবর, নিহতদের প্রত্যেকের বাড়ি পিপলানি এলাকায়।

পরবর্তী বছরে হিন্দুস্থান সমাচার ২০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার করবে : আর কে সিনহা

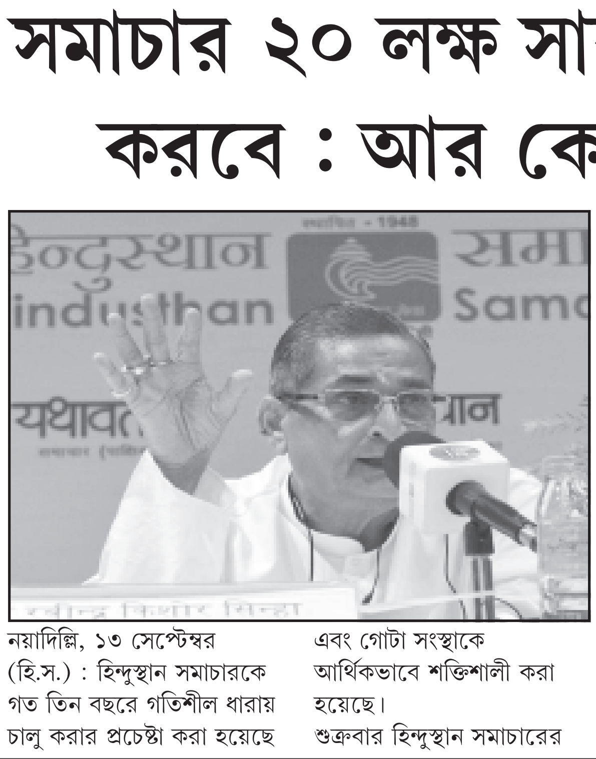

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : হিন্দুস্থান সমাচারকে গত তিন বছরে গতিশীল ধারায় চালু করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং গোটা সংস্থাকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা হয়েছে।

শুক্রবার হিন্দুস্থান সমাচারের বোর্ডের বার্ষিক সভায় সংস্থার চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সদস্য আর কে সিনহা একথা জানিয়ে বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্থার সক্রিয়তা জোরদার করা হয়েছে এবং সংস্থার দায়িত্ব নেওয়া উচিত, এ বিষয়ে ভিন্ন ধরনের কাজ করা এ ব্যাপারে সংস্থার ও দায়িত্ব নেয়া উচিত তারা যেন বিপরীত দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে সংস্থার কাছে ২.৬ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বছরে এই সংস্থার ২০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে।

আগরতলায় প্রথম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশনার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

আজ দুজনার দুটি পথ ওগো

যার আত্মপ্রকাশ এক্সট্রার ভূমিকায়, যার প্রথম ছবিটি আজও মুক্তি পায়নি, যার প্রথম দিকের বেশ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে মোটেও সফল হয়নি, তিনিই পরিণত বয়সে বাংলা চলচ্চিত্রের মহ ানায়ক। উত্তম কুমার। অভিনয়ে, গ্ল্যামারে, সিনেমার গানের লিপসিংয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী উত্তম কুমার কেবলই জোর দিয়েছিলেন অভিনয়ে। যদিও রুপালি পর্দায় গানে তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ঠোঁায় মিলিয়েছেন। এমনকি, উত্তম কুমার একাধিক ছবিতে সুর দিলেও নিজের গান স্বকণ্ঠে স্থান দেননি সিনেমায়। অথচ সমসাময়িক প্রায় প্রতিটি গায়কের গান ধারণ করেছেন নিজের কণ্ঠে। নিজের সুকণ্ঠকে পর্দায় ব্যবহার না করে বিভিন্ন শিল্পীর গানকেই যুৎসইভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব অভিনয় শৈলীতে। গান গাইবার তৈরি গলা ছিল তার। ছিল দীর্ঘকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। ঘরোয়া আসরে যে মানের গান তিনি গাইতেন, তাতে ছবিতে গান গাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু নিজের সংগীত পরিচালনায় বা প্রযোজনার ছবিতে নিজে গান গাওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি। পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংগীতশিল্পীর গানই নিয়েছেন। মনে হয়, গোপন প্রেমের মতো নিজের গলার গানকে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন উত্তম কমা। অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্রর গান পর্দায় এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, মনে হয় তিনিই গাইছেন. শিল্পী বদলের কারণে যে কণ্ঠের পার্থক্য হয়েছে, সেটা দর্শক টেরই পায়নি। মনে করেছে, সবই উত্তমের গাওয়া। শাপমোচন ছবির পথ চেয়ে বসে থাকা নায়কের গলা থেকে ওগো বধূ সুন্দরীর পত্নীভক্ত স্বামীর কণ্ঠে চলে অযেতে তার মতো পারঙ্গমতা কেউ দেখাতে পারবেন না। সন্ন্যাসী রাজা ছবিতে তিনি বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে দশটি গানে ঠোঁট মিলিয়েছেন। কিন্তু কোথাও কোনো ছন্দ পতন বা পার্থক্য মনে হয়নি। অভিনয়কে জাতশিল্পীর মতোই ঘটনারআবহের সঙ্গে এমন সুন্দর করে মিশিয়ে দিতেন যে, গানে শিল্পীর কণ্ঠের তারতম্য বোঝাই যেত না। আধুনিক মেলোডি গানের অনেক গুলোই এসেছে কলকাতার সিনেমা থেকে, উত্তমের ঠোঁটে। শাপমোচন (১৯৫৫) ছবি গানগুলো শুনলে পর্দার গায়ক উত্তম কুমার আর বাস্তবের গায়ক হেমন্তকে আলাদা করা যায় না. অর্ধশত বছর পেরিয়েও গানগুলো সমান।

ফার্স্ট লেডি অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রাক্তন সুন্দরী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন

অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে অনেক আগেই ভক্তদের মন জয় করেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। যার সুবাদ ঘরে তুলেছেন অসংখ্য পুরস্কার। এবার তার ঝুলিতে জমা পড়ল আরো একটি সম্মান। ফার্স্ট লেডি অ্যাওয়ার্ড পেলেন বলিউডের অভিনেত্রী। সম্প্রতি জানা গেছে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানা যায়, যেসব নারীরা কর্মক্ষেত্রে কোনো মাইলস্টোন তৈরি করতে পারেন তারাই রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করে থাকেন। শনিবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ঐশ্বরিয়ার হাতে এ সম্মানা স্মারক তুলে দিয়েছেন। এদিন জনপ্রিয় ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির ডিজাইন করা ধূসর রঙের শাড়ি পড়েছিলেন প্রাক্তন এই সুন্দরী। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্বামী অভিষেক বচ্চন। ১১২টি ক্ষেত্র থেকে পুরস্কার প্রাপ্তদের বেছে নেয়া হয়।

প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে কানের জুরি সদস্য হন ঐশ্বরিয়া। গত ১৫ বছর ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিয়মিত যান তিনি। আর এই মাইলস্টোন তৈরি করার জন্য তাকে ফার্স্ট লেডিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ফ্যানি খান ছবির শ্যুটিং নিয়ে কাজ করছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন। এতে তার সহশিল্পী অনিল কাপুর ও রাজকুমর রাও।

অস্কারে প্রিয়াংকা চোপড়া

৯০ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন তালিকা ঘোষমা করতে চলেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। গত বছর অস্কার মনোনয়ন ঘোষণায় শ্রোতাদের চমকে দেবার জন্য নতুন পদ্ধতি নিয়েছিল কমিটি। এবারও রয়েছে তেমন কিছু চমক। গত বছর চলচ্চিত্রের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ এই অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের আসরে রেড কার্পেটে হেটে ভক্তদের মনজয় করেচিলেন প্রিয়াংকা। জানা গেছে, ৯০ তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করতে চলেছেন প্রিয়াংকা চোপড়া। এই কমিটিতে তার সঙ্গে রয়েছেন রোজারিও ডওসন, মিশেল রডরিগেজ এবং রেবেল উইলসন। আগামী মঙ্গলবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন ২০১৮-র সম্ভাব্য অস্কার প্রাপকদের নাম। সম্প্রতি এই ঘোষণা দৃশ্যের শ্যুটিং শেষ হয়েছে। অ্যাকাডেমি ইন্সটাগ্রামে রুপালি আর কালো পোশাক পরা ঘোষিকা প্রিয়াংকার বেশ কিছু ছবিও প্রকাশ করেছে। আগামী ৪ মার্চ ৯০ তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন জিমি কিমেল। হলিউডে কোয়ান্টিকো সিরিজের মধ্যে দিয়ে নিজের অবস্থান পোক্ত করে চলেছেন এই দেশি গার্ল। গোয়েন্দা কাহিনী নির্ভর মার্কিন টিভি সিরিজ কোয়ান্টিকোর দুটি পর্বের সাফল্যের পর এখন তৃতীয় পর্বের শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত প্রিয়াংকা। তবে বলিউডে তাকে শেষ দেখা গিয়েছে নির্মাতা প্রকাশ ঝার ছবি জয় গঙ্গাজল।এদিকে, নতুন ছবিতে এক প্রতিবন্ধী মহিলার চরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনাকে, তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তার মেন্টর অমিতাভ। চলচ্চিত্রে তিনবার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রীর ২০১৭ তেমন ভালো না গেলেও, নতুন বছরের শুরুতেই কঙ্গনার বালো খবর পাওয়া গেল। জানা গেছে, আর বাল্কির নতুন ছবিতে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন কঙ্গনা রানাউত। পরিচালক সরাসরি কিছু না জানালে সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, ছবিতে একজন প্রতিবন্ধী মহিলার চরিত্রে দেখা যাবে কঙ্গনাকে। এক পা নিয়ে প্রথম মহিলা প্রতিবন্ধী হিসেবে এভারেস্ট জয় করেছিলেন অরুণিমা সিনহা।

এক ভয়ংকর দুর্ঘটনার তার জীবন পালটে গিয়েছিল। তার ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি নিয়েই বাল্কির নতুন ছবি। বাল্কি ও বিগ বি জুটির ২০০৯ এর মুক্তিপ্রাপ্ত পা এর দুর্দান্ত সাফল্যের পর দর্শকের প্রত্যাশাও অনেক বেশি। ছবিতে কঙ্গনাকে দেখা যাবে অরুণিমার এই লড়াকু চরিত্রেই। চরিত্রটিকে বাস্তব সম্মত করে তুলতে প্রায় দুমাসের প্রশিক্ষণ নেবেন তিনি। কঙ্গনাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার কাজটিই করবেন তার মেন্টর অমিতাভ। নায়িকা প্রধান ছবিতেই সাধারণত বেশি দেখা যায় কঙ্গনাকে। বিভিন্ন ধরনের চরিত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছেন তিনি। এখন তার মণিকর্ণিকা মুক্তির অপেক্ষায়।

রাধাকৃষ্ণ জগরলামুদি ওরফে কৃষ পরিচালিত এ ছবিতে ঐতিহাসিক চরিত্র ঝাঁসির নারী লক্ষ্মীবাঈ এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি।

অস্ত্রের জন্য ব্রকলি

বেচে থাকা ও পুনরায় এই ক্যান্সারে হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের অবস্থান তৃতীয়। ফুসফুস ও মূত্রথলির ক্যান্সারের পরেই এর অবস্থান। ব্রকলির নির্যাস থেকে তৈরি এই প্রোবয়েটিক ইদুরের উপর প্রয়োগ করে গবেষকরা দেখতে পান, শুধু ক্যান্সারের কোষই নয়, টিউমারের সংখ্যাও কমাতে পারে ৭৫ শতাংশ। তবে এই মিশ্রণ অন্যান্য কান্সার কোষ যেমন, স্তন ও পাকস্থলির উপর কোনো প্রবাব রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রধান গবেষক চু লুং হো বলেন, একদিন কোলোরেক্টাল ক্যান্সার রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনের পরে এর পুনরাবৃত্তি কমাতে এই প্রোবায়োটিক ব্রকলির সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে গ্রণ্ড করবেন।

যদিও এখনও গবেষণার পর্যায় আছে. তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ব্রকলির নির্যাস থেকে বানানো প্রোবায়োটিক কোলেরেক্টাল কোষ ধ্বংস করতে পারে। আর এই গবেষণাটি চালিয়েছে ন্যাশ সিঙ্গাপুরের গবেষকরা। তারা ব্রকলির নির্যাস ও জল সমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানের সমন্বয়ে একটি প্রোবায়োটিক তৈরি করেন। এই মিশ্রণটি এটি পাত্রের ৯৫ শতাংশের বে শি কোলেরেক্টারাল ক্যান্সারের ধ্বংস করে। মল নালি থেকে মলাশয় পর্যন্ত যদি ক্যান্সার হয়, তকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলা হয়। যদিও এই ধরনের ক্যান্সার হলে প্রথম পর্যায় পাচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকার হার বেশি। তবে পরবর্তী পর্যায়ে

বড়পর্দায় একফ্রেমে অর্পিতা ও স্বস্তিকা, নেপথ্যে পরিচালক অর্জুন

শম্পালী মৌলিক: শুরুটা হয়েছিল শর্ট ফিল্ম দিয়ে। একটি শর্ট ফিল্ম "দ্য সিক্সথ এলিমেন্ট" কান-এও প্রদর্শিত হয়। তারপর প্রথম ফিচার ফিল্ম "অব্যক্ত" গত বছরেই সাড়া ফেলে দিয়েছে ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে। কথা হচ্ছে তরুণ পরিচালক অর্জুন দত্তর প্রসঙ্গে। অতি সম্প্রতি অর্জুনের "অব্যক্ত" "ইন্দো-জার্মান ফিল্ম উইক" ফেস্টিভ্যালে "রিজিওনাল অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড" (বেস্ট রিজিওনাল ফিল্ম, বেঙ্গলি) জিতে নিয়েছে। অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, আদিল হুসেন, অনুভব কাঞ্জিলাল, অনির্বাণ ঘোষ অভিনীত "অব্যক্ত" এখন এই শহরে হল রিলিজের অপেক্ষায়। দেশের বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি ছিল এই ফেস্টিভ্যালে, সেখানে মারাঠি ছবি "আনন্দী গোপাল"-এর সঙ্গে "অব্যক্ত"-র এই সম্মান প্রাপ্তি।আনন্দের মাঝেই আরও একটি সুখবর দিলেন অর্জুন দত্ত। ইতিমধ্যেই তিনি শুরু করে দিয়েছেন তাঁর পরবর্তী ছবির পরিকল্পনা। নিজেই জানালেন, "পরের ছবি নিয়ে ভাবছি। ইচ্ছে আছে সেপ্টেম্বরে শুটিং ফ্লোরে যাওয়ার। প্রধানত তিন নারীর গল্প। তাদের জার্নিই ছবির প্রধান দিক। সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে এগোবে। তিনজনের সকলের জীবনে আলাদা ক্রাইসিস। কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা পয়েন্টে এসে তারা তিনজনে ইন্টারলিংকড।"প্রধান চরিত্রে কারা থাকবেন? জিজ্ঞেস করাতে অর্জুন হেসে বললেন, "অব্যক্ত" আমার প্রথম বড় ছবি সেই ছবিতে অর্পিতাদি আছেন। এবং অসাধারণ কাজ করেছেন।

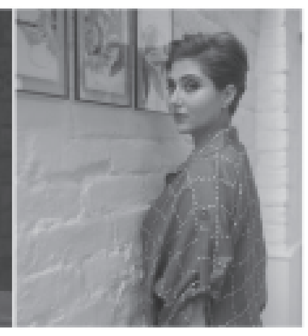

অর্পিতাদি দারুণ হেল্পফুল। এই ছবিতেও তিন নারীর একজন হলেন অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়। অন্যজন দেবযানী চট্টোপাধ্যায়। বলতে পারেন দেবযানীদি আমার লাকি চার্ম। আমার শর্ট ফিল্ম "দ্য সিক্সথ এলিমেন্ট"-এও দেবযানীদি ছিল। আর একজন আমার অসম্ভব প্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। খুব ইচ্ছে ছিল ওঁর সঙ্গে কাজ করার। আশা করছি এবারে হচ্ছে।" ছবির তিন প্রধান চরিত্রের নাম হল-শ্রীরূপা, রেণু আর ডলি। এদের জীবন, স্ট্রাগল, আনন্দ-বেদনা নিয়েই গল্প আবর্তিত হবে। তবে সোমবার পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী কে কোন চরিত্রে বা চরিত্রগুলোই বা কেমন সেই বিষয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করে ভাঙতে চান না পরিচালক। অতএব অপেক্ষা সেপ্টেম্বরে শুটিং শুরুর। ছবির প্রযোজনায় অঙ্কিত দাস আর সুরেশ তোলানি।

আমিরকে পেছনে ফেললেন সালমান খান

চীনে আগামী ২ মার্চ মুক্তি পেতে যাচ্ছে সালমান খান অভিনীত সিনেমা বজরঙ্গী ভাইজান। এই ছবি দিয়ে চীনে সালমানের অভিষেক হচ্ছে। এর আগে চীনে আমির খানের দঙ্গল মুক্তি পেয়েছে ৭ হাজার স্ক্রিনে ও সিক্রেট সুপারস্টার মুক্তি পেয়েছ ৫ হাজার স্কিনে। আর বজরঙ্গী ভাইজান মুক্তি পেতে যাচ্ছে প্রায় ৮ হাজার স্ক্রিনে। এতে করে এখন পর্যন্ত চীনে ভারতীয় ছবি হিসেবে সর্বাধিক স্ক্রিনের রেকর্ডটি চলে যাচ্ছে সালমানের ছবির দখলে। আর সংখ্যার দিক থেকে আমির খানকে পেছনে ফেলে দিলেন সালমান। চীনে পিকে ও দঙ্গল প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যবসা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে বজরঙ্গী বাইজান আয়ের দিক থেকেও আমিরকে পেছনে ফেলে দেবে। এরই মধ্যে বজরঙ্গী বাইজানের চীনা পোস্টারও প্রকাশ পেয়েছে। কবির খান পরিচালিত ছবিটি ৩২০ কোটি টাকা আয় করেছে। ২০১৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটিতে সালমানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন কারিনা কাপুর খান, হারশালি, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি, মেহের ভিজ। এদিকে, ১৯ জানুয়ারি চীনে মুক্তি পেয়েছে আমির খান ও জায়রা ওয়াসিম অভিনীত সিনেমা সিক্রেট সুপারস্টার। এর আ চীনে ১ হাজার কোটির ব্যবসা করে আমির কানের দঙ্গল ইতিহাস তৈরি করেছিল। এবার আমিরের নতুন ছবি সিক্রেট সুপারস্টার মাত্র দুদিনেই ১০০ কোটি টাকার উপর ব্যবসা করে ফেলেছে । জানা গেছে, মাত্র দুদিনেই চীনে আমির খানের সাম্প্রতিক সিনেমা সিক্রেট সুপারস্টার ১০০,৫২ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে শুক্রবার। প্রথম দিনেই মি পারফেকশনিস্ট আমির খানের এই ছবি আয় করেছে ৪৩.৩৫ কোটি টাকা, যা চীনে কোনো সিনেমার সর্বোচ্চআয়। আমির খানের দঙ্গল চীনে ১১০ কোটি টাকা ব্যবসা করলেওছবি মুক্তির দিনেই এত আয় করতে পারেনি। অভিনেতা আমিরখানকে সিক্রেট সুপারস্টার এর মধ্য দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন প্রযোজক আমির খান। বলিউড চলচ্চিত্রের বাণিজ্য বিশ্লেষক, তরুণ আদর্শ টুইট করে চীনে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জায়রা ওয়াসিম ও আমির কানের এই ছবির ব্যবসার কথা জানিয়েছেন। দঙ্গল সিনেমা মুক্তির পর আমির খান চীন এ সুপরিচিত এক নাম। সিনেমাটি গত বছর এই দেশে আয় করেছিল ১১০০ কোটি টাকা। সে ধারাবাহিকতায় সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত তার নতুন এই ছবিও বেশ আশা জায়গায়। আমিরে থ্রি ইডিয়ট পিকে, সিনেমাগুলিও চীনে ব্যবসা সফল হয়েছিল।

সুস্বাস্থ্য ও ত্বকের যত্নে তিল

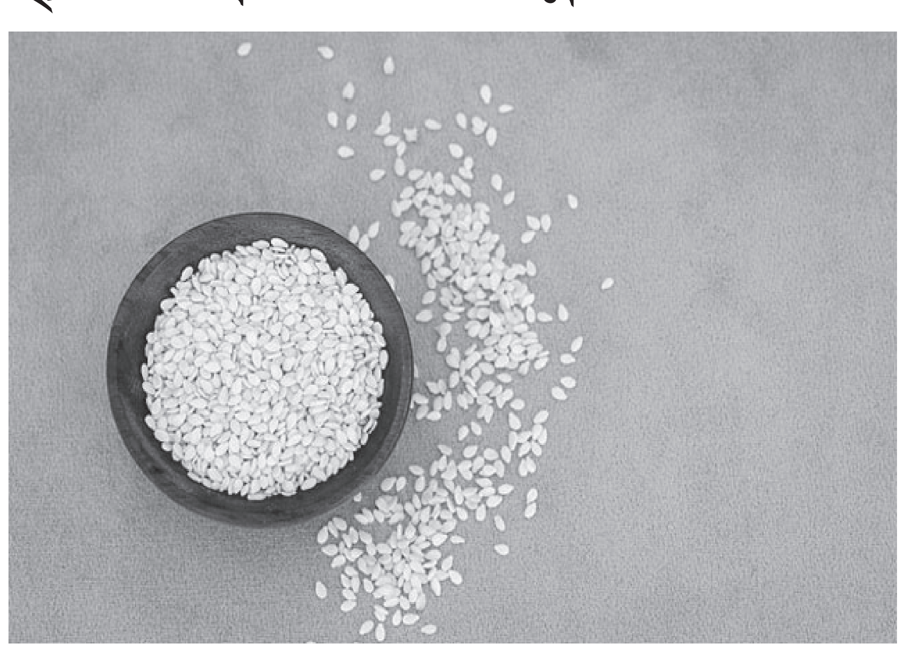

নানান গুণ রয়েছে তিলের ছোট্ট দানায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বয়সের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব দূরে রাখে। আবার এর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চুল গজাতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ জানিয়েছে, প্রসাধনী এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সৌলফ্লাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত সারদা জানিয়েছেন তিলের গুণাগুণ সম্পর্কে। ত্বকের সুস্বাস্থ্য — ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ক্ষয়পূরণ করতে কার্যকর তিল। সাহায্য করে আর্দ্র এবং উষ্ণ রাখতেও। এর প্রদাহরোধী ুপাদন প্যাথোজেন ও অন্যান্য প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে ত্বকের লালচেভাব ও অন্যান্য সমস্যা সরাতে সাহায্য করে। এই উপকার পেতে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ তিলের গুঁড়ো মিসিয়ে নিন। এবার মুখে ধুয়ে মুছে আধ ভেজা অবস্থায় মিশ্রণটি মাখতে হবে। সপ্তাহে এক থেকে দুইবার এটি করতে হবে. চুলের যত্নে--- তিলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করে চুল গজাতে সাহায্য করে। মাথার ত্বক ময়েশ্চারাইজ করতে এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ বাণানোর মাধ্যমে হেয়ার ফলিকল কে পুনরায় জীবিত করতে পারে তিল। দুই টেবিল চামচ তিলের তেলের সঙ্গে দুই থেকে তিন ফোঁটা রোজমেরি এসেনসিয়াল অয়েল ও এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা এবং অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মিশ্রণ মাথায় মালিশ করতে হবে এবং রাসায়নিক উপাদনহীন স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। মুখগহ্বরের যত্নে— অন্যান্য ভোজ্য বীজজাতীয় খাবারের তুলনায় তিলে তেলের মাত্রা সবচাইতে বেশি। এটি দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বের করার মাধ্যমে মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। হজম ক্রিয়া বাড়াতে--- কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার মাধমে হজমক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে তিল। তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার্থে — ক্যান্সারে চিকিৎসার জন্য কিংবা বিশেষ কোনো শারীরিক পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কমতে তিল উপকারী। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে --- তিলে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য উপাদান ইনসুলিন ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি উপকারী। চুল পাকা ঠেকাতে --- এর অ্যান্টি এজিং উপাদান চুলে পুষ্টি যোগায় এবং অকালে চুল পাকা রোধ করে। প্রদাহ রোধে --- হাড়ের জোড়, হাড় ও পেশিতে হওয়া প্রদাহ সারাতে উপকারী তিল। রোদপোড়া থেকে বাঁচাতে --- প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এসপিএফ থাকে তিলে, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচায়। এত গুণের কথা জেনে সকাল বিকাল তিল খেতে বসে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

শুক্রবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

অসমের সিপাঝাড়ে বাসে সেনা অভিযান পিস্তল-সহ আটক যুবক

দরং (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড়ে একটি যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে পিস্তল-সহ এক যুবককে আটক করেছেন সেনা জওয়ানরা। ঘটনা শুক্রবার দুপুরের। ধৃত যুবককে ছয়গাঁওয়ের বাসিন্দা জনৈক শহিদুল হক বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন এক তথ্যের ভিত্তিতে ওদালগুড়িতে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ নম্বর গাড়োয়াল রেজিমেন্টের জওয়ানরা সিপাঝাড়ে মঙ্গলদৈগামী যাত্রীবাহী বাস আটকে তালাশি চালান। তালাশির সময় এক যুব-যাত্রীর হেফাজত থেকে ৭.৫ এমএম পিস্তল এবং ১৫ রাউন্ড সক্রিয় গুলি, সিমকার্ড-সহ মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার করেন জওয়ানরা। পিস্তলের বাহক শহিদুল হককে আটক করে সিপাঝাড় থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে।

সিপাঝাড় পুলিশ শহিদুলকে জেরা করছে বলে জানা গেছে। ধৃত যুবকের সঙ্গে কোনও উগ্রপন্থী সংগঠন কিংবা জিহাদির যোগ আছে কি না অথবা সে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র পাচারকারী তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

করিমগঞ্জ জেলার ৮০ শতাংশ প্রকল্প বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান দিচ্ছে মন্ত্রীর ‘অসার’ বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া

করিমগঞ্জ (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় প্রায় তিন শতাধিকের উপর পানীয় জল প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ষাট শতাংশ প্রকল্প বিকল। সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নানা মারণব্যাধিতে প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছেন। একবিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজেও প্রান্তিক জেলাবাসী খাল, বিল, নদী, নালার অপরিশোধিত জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিকল হয়ে পড়া প্রকল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে সরকারি তরফ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। সরকারি উদাসীনতার কারণে পুরনো প্রকল্পগুলি মৃতপ্রায়। পূর্বতন সরকারের আমলেও একই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী রিহন দৈমারি। সে-সময়ও তিনি করিমগঞ্জ জেলায় বেশ কয়েকটি পানীয় জল প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে সিংহভাগ প্রকল্প আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

এ-নিয়ে প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ জমে আছে। এর আগে নির্মিত বেশিরভাগ প্রকল্প যখন দীর্ঘদিন থেকে পরিষেবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন প্রকল্প কতটুকু বাস্তবায়িত হবে এ-নিয়ে জনমনে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। মন্ত্রী রিহন দৈমারি আজ শুক্রবার করিমগঞ্জের সুপ্রাকান্দি এবং ইচাবিলে দুটি জল প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বলেছেন, জেলার ৮০ শতাংশ প্রকল্প বিশুদ্ধ পানীয় জলের যোগান দিচ্ছে এবং যে কয়টি বিকল হয়ে আছে সেগুলি জেনারেটর ও জ্বালানির অভাবে পরিষেবা দিতে পারছে না। মন্ত্রীর এ-ধরনের বক্তব্যে জেলার জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। জেলার সচেতন মহল তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন, জেলার সাধারণ মানুষ যখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নোংরা জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন, ঠিক সে-মুহূর্তে মন্ত্রীর এমন মন্তব্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এতে নতুন প্রকল্পগুলি কতটুকু পরিষেবার যোগ্য হয়ে উঠবে, এ-নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

অর্থ তছরুপ মামলা ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতে ডি কে শিবকুমার

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমারকে চারদিনের জন্য ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট) হেফাজতে পাঠাল দিল্লির একটি আদালত। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইডির হেফাজতে রাখা হবে তাঁকে। এর আগে অর্থ তছরুপ মামলায় সিনিয়র কংগ্রেস নেতা এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে সমন জারি করে দিল্লিতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তদন্তের স্বার্থে একাধিকবার ইডি দফতরে হাজিরাও দিয়েছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী। তারপর তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি।

আয়ের অতিরিক্ত সম্পত্তি মামলায় তদন্তে নেমে গত মঙ্গলবার ডি কে শিবকুমারকে গ্রেফতার করে ইডি। এরপর টুইটারে বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্য করে তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে শিবকুমার বলেন, ‘তাঁরা তাঁদের ষড়যন্ত্রে সফল হয়েছেন।’ এদিন সকালেই শোনা যাচ্ছিল, প্রবীণ কংগ্রেস নেতার শরীর খুব একটা ভালো নেই। কিন্তু তাতেও মিলল না রেহাই। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমারকে ইডি হেফাজতে পাঠাল দিল্লির একটি আদালত।

পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে ফের সোচ্চার ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন

হাফলং (অসম), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে পুনরায় সরব হল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন। শুক্রবার ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ৬৪-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্র সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং বলেন, সংবিধানের ২৪৪ (ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে দীর্ঘদিন থেকে পৃথক স্বশাসিত রাজ্যের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু এ-নিয়ে সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তবু ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন পৃথক স্বাশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি থেকে সরে আসবে না। আগামী দিনে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে ছাত্র সংগঠনটি।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রমিত বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক স্বশাসিত

পাচের পাতার পর

নিরপেক্ষ জায়গায় ম্যাচ সরানোর বিষয়ে শ্রীলঙ্কার দাবিকে খারিজ করল পিসিবি

লাহোর, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে নিরপেক্ষ জায়গায় খেলতে চেয়ে দরবার করে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলে জানিয়ে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড গোটা বিষয়টির উপর কড়া নজর রাখছে। কিন্তু সিরিজ নিরপেক্ষ ভেন্যুতে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। পিসিবি একটি রিপোর্টে জানিয়েছে, নিরপেক্ষ ভেন্যুতে সিরিজ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা বিশ বাঁও জলে চলে যাবে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান সফর চলাকালীন যে কোনও মুহূর্তে সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার হতে পারে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দল। সম্প্রতি পাক প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে এমন সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদী হামলার খবর পৌঁছতেই নড়েচড়ে বসেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। স্বাভাবিকভাবে এমন খবর কানে আসতেই চলতি মাসের শেষদিকে পাকিস্তান সফর নিয়ে তাদের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনার রাস্তায় হাঁটে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ৯ অক্টোবরের মধ্যে লাহোর ও করাচিতে ৩টি একদিনের ও সমসংখ্যক টি-২০ ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা। নিরাপত্তার কথা ভেবে পাকিস্তান সফর থেকে ইতিমধ্যেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন প্রথম সারির ১০ জন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার।

ফলে বুধবার পাকিস্তান সফরের জন্য প্রায় ক্লাব স্তরের দল ঘোষণা করে শ্রীলঙ্কা। ঘোষিত দল অনুযায়ী ওয়ান ডে সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে নেতৃত্ব দেবেন লাহিরু থিরিমানে ও টি-২০ সিরিজের জন্য দলনায়ক বেছে নেওয়া হয়েছে দাসুন শানাখা’কে। ২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কার টিম বাসে জঙ্গি হামলার পর এখনও অবধি প্রথম সারির কোনও দেশের সঙ্গে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়নি পাকিস্তানে।

অশ্রুসজল নয়নে শ্বশুরবাড়ি ছাড়লেন লালু পুত্রবধূ ঐশ্বর্যা

পটনা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়েই গেলেন লালুপ্রসাদ যাদবের প্রাক্তন পুত্রবধূ ঐশ্বর্যা রাই। তবে কি কারণে ! তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে এখনও। তেজ প্রতাপের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও লালু পত্নী রাবড়ি দেবীর বাড়িতেই বসবাস করছিলেন ঐশ্বর্যা। পটনায় শুক্রবার এই বাড়ি থেকেই অশ্রুসজল নয়নে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। যা নিয়ে শুরুও হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা। বাড়ি থেকে বেরিয়েই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে উঠে চলে যান ঐশ্বর্যা। জানা গিয়েছে, গাড়িটি তাঁর বাবা তথা আরজেডি বিধায়ক চন্দ্রিকা রাইয়ের। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের মে মাসে লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে তথা বিহারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তেজ প্রতাপ যাদবের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ঐশ্বর্যার। কিন্তু মাত্র ছ”মাস পরেই স্ত্রী-র বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেন তেজ প্রতাপ। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিবাহিত জীবনে তিনি সুখী নন। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটলেও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এর আগে নেননি ঐশ্বর্যা। এদিন তাঁর ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনায় জল্পনা শুরু হয়েছে।

গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবিতে ভোপালে হত ১১ ঃ শোকাহত প্রধানমন্ত্রী

ভোপাল, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মধ্যপ্রদেশের ভোপালে দু”টি নৌকা উল্টে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তাঁর শোকবার্তা উল্লেখ করে একটি টুইটে জানানো হয়েছে, ’ভোপালের খাতলাপুরা ঘাটে নৌকাডুবির ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। এই দুঃখের মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।’

আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল বিষাদে! শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভোপালের খাতলাপুরা ঘাটে। পুলিশ সূত্রের খবর, গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় শুক্রবার সকালে খাতলাপুরা ঘাটে নদীতে উল্টে যায় দু”টি নৌকা। ওই দু’টি নৌকায় মোট ১৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১১ জনের নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে ৪ জন নিখোঁজ ছিলেন, পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং ভোপাল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীদের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও সাঁতরে প্রাণে বেঁচেছেন ৩ জন। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ইরশাদ ওয়ালি জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোরে দু”টি পৃথক নৌকায় চেপে গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের জন্য যাচ্ছিলেন কমপক্ষে ১৮ জন। ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আচমকাই দু”টি নৌকা ডুবে যায়। ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, এছাড়াও ৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ১১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ জানিয়েছেন, ’নিহতদের পরিবারপিছু ১১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ফের মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত সাধারণ মানুষের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পেট্রোল-ডিজেলের দাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার আরও দামি হল জ্বালানি তেল। মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটি-সহ দেশের সমস্ত শহরে দামি হয়েছে পেট্রোল ও ডিজেল। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০.০৭ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.০৭ পয়সা (কলকাতা), ০.০৭ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.০৭ পয়সাউ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০.০৯ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.০৯ পয়সা (কলকাতা), ০.০৯ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.০৯ পয়সা।

শুক্রবারের মূল্যবৃদ্ধির পর নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে, ৭১.৮৯ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, ০.০৭ পয়সা বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল ৭৪.৬২, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে ৭৭.৫৭ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৭৪.৭০। পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, ৬৫.২৮ (নয়াদিল্লি), ৬৭.৬৯ (কলকাতা), ৬৮.৪৬ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৮.৯৯ টাকাউ বিগত দু”দিন, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ফের মহার্ঘ্য হল পেট্রোল ও ডিজেল। দুই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

স্বস্তিতে রবার্ট বঢরা মিলল বিদেশে যাওয়ার অনুমতি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দিল্লির বিশেষ আদালতে স্বস্তি পেলেন রবার্ট বঢরা। অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত রবার্ট বঢরার আবেদন বিদেশে যাওয়ার বিদেশে যাওয়ার আবেদনে শুক্রবার অনুমতি দিল দিল্লির বিশেষ আদালত। একই মামলায় আগাম জামিন দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

এর আগে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আদালতে রবার্ট বঢরা বলেছিলেন, ব্যবসার কাজে

পাচের পাতার পর

আইনের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ও অপহরণ মামলা ঃ চিন্ময়ানন্দকে ৭ ঘন্টা ধরে জেরা করল সিট

শাহজাহানপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইনের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ও অপহরণ মামলায় দীর্ঘ ৭ ঘন্টা ধরে জেরা করা হল প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ’টা থেকে গভীর রাত একটা পর্যন্ত দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরে জেরা করা হয় স্বামী চিন্ময়ানন্দকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী চিন্ময়ানন্দকে পুলিশ লাইনে তলব করে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। পরে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্বামী চিন্ময়ানন্দকে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর বাসভবনে (মুমকশু আশ্রমে অবস্থিত দিব্য ধাম)। বাসভবনেই দীর্ঘ সাত ঘন্টা ঘরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বামী চিন্ময়ানন্দকে।

প্রথমে শোনা যায় স্বামী চিন্ময়ানন্দের আশ্রম সিল করে দিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)উ কিন্তু, স্বামী চিন্ময়ানন্দের আইনজীবী ওম সিং জানিয়েছেন, আশ্রম সিল করে দেওয়ার খবর ভিত্তিহীন। ওম সিং জানিয়েছেন, ‘স্বামীজীর আশ্রম সিল করে দেওয়ার যে খবর রটেছে, তা সঠিক নয়। যদিও, তদন্তের স্বার্থে আশ্রমের একটি ঘর সিল করে দিয়েছে সিট। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছ’টা থেকে একটা পর্যন্ত তাঁকে জেরা করা হয়েছে।’ প্রসঙ্গত, আইনের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ও অপহরণ মামলার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ শীর্ষ আদালতের নজরদারিতেই চলবে তদন্তউ ভিডিও পোস্ট করে ওই আইনের ছাত্রী অভিযোগ করেছিলেন, ‘সন্ত সম্প্রদায়ের এক বর্ষীয়ান নেতা তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছে।’

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা ঃ পি চিদম্বরেমের আত্মসমর্পণের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় অভিযুক্ত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের আত্মসমর্পণের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য দিল্লির বিশেষ আদালতে আবেদন পেশ করেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। কিন্তু, শুক্রবার পি চিদম্বরমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

প্রসঙ্গত, আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় ধৃত পি চিদম্বরম এই মুহূর্তে দিল্লির তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেনউ সিবিআই-এর মামলায় আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিহাড় জেলেই বন্দি থাকতে পাচের পাতার পর

মুড়ি ও মহুদা স্টেশনে থামবে দুটি এক্সপ্রেস ট্রেন

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ১২৮৭৭/১২৮৭৮ রাঁচি-নয়াদিল্লি গরিব রথ এক্সপ্রেস এবার থেকে মুড়ি স্টেশনে থামবে। ১৫০২১/১৫০২২ শালিমার-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস থামবে মহুদা স্টেশনে। শুক্রবার পূর্ব রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে অবিলম্বে, পরীক্ষামূলকভাবে এটি শুরু হবে। ১২৮৭৭ রাঁচি-নয়াদিল্লি গরিব রথ এক্সপ্রেস মুড়ি স্টেশনে আসবে বিকেল ৫ টা ৩৮-এ। ছাড়বে ৫ টা ৪০-এ।

ফিরতি পথে ১২৮৭৮ নয়াদিল্লি-রাঁচি গরিব রথ এক্সপ্রেস মুড়ি পৌঁছোবে ৯ টা ৩৮-এ। ছাড়বে ৯ টা ৪০-এ।

১৫০২১ শালিমার-গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস মহুদা স্টেশনে আসবে ভোর ৩টে ১২ মিনিটে। ছাড়বে ৩টে ১৪ মিনিটে। ফিরতি পথে ১৫০২২ গোরক্ষপুর-শালিমার এক্সপ্রেস মহুদা স্টেশনে আসবে ভোর ২ টো ২১ মিনিটে। ছাড়বে ২ টো ২৩ মিনিটে।

বাম ছাত্র-যুবদের নবান্ন অভিযান ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি, শনিবার বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক, পাশে দাঁড়াল কংগ্রেস

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স): বাম ছাত্র-যুবদের নবান্ন অভিযান ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় শুক্রবার। আজ দুপুরে হাওড়ার মল্লিকফটকে বাম ছাত্র যুব কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। মল্লিকফটক মোড়ে বাম ছাত্র-যুবদের নবান্নমুখী মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকানোর পরই শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, লাঠিচার্জে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাওড়ার প্রাণকেন্দ্র। এদিকে, পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে আগামীকাল শনিবার কলকাতা সহ রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বামেদের পাশে দাঁড়াল কংগ্রেস। যদিও বিজেপি বলেছে বাম শাসনের কয়েনের উল্টো পিঠ হচ্ছে তৃণমূলের শাসন। বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য রাহুল সিনহা জানান, এই কর্মসূচিকে সাধারণ মানুষই সমর্থন করবেনা। সেখানে বিজেপির সমর্থন করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

বামেদের থেকে শিক্ষা নিয়েই তৃণমূল আজকের কান্ড ঘটিয়েছে। বাম যুব ছাত্র সংগঠনের নবান্ন অভিযান সম্পর্কে এমনভাবেই কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। বামেরা যা করেছে তৃণমূল তার পুনরাবৃত্তি করছে বলেই মত তাঁর। বামেদের শেখানো পথেই হাঁটছে তৃণমূল, নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গে এমনটাই মনে করে গেরুয়া শিবির।

এই ঘটনার প্রসঙ্গে রাহুলবাবু ”হিন্দুস্থান সমাচার”কে বলেন, ‘ঘটনা একই আছে শুধু দল আর ঝান্ডা বদলে গেছে। বামরাও এই একই ঘটনা ঘটিয়েছিল। সেই ঘটনাই আবার ঘটাচ্ছে তৃণমূল। এতে নতুনত্ব কিছু নেই’। রাহুল সিনহার মতে, ‘এই দলটার নামই মুছে গেছে। বামেদের কয়েকজনকে মার খাইয়ে বিজেপির উপর থেকে নজর হঠাতে চাইছে শাসকদল’।

আগামীকাল রাজ্য জুড়ে বামেরা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে বলে জানিয়েছেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ। সেলিম বলেন, ”এটা গুন্ডামি হয়েছে। এরকম আক্রমণ বিগত ৫০ বছরে হয়নি। আমরা সবসময় রাস্তাতেই ছিলাম, থাকব। আজ যা হয়েছে তা ঠিক না। রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি’। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ”দিদিকে বলতে গিয়েই আক্রান্ত বামেরা’।

এখন বামেদের আগামীকালের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কংগ্রেস কি যোগ দিচ্ছে ? উত্তরে সোমেন মিত্র জানিয়েছেন, ‘রাজ্যে স্বৈরতন্ত্র চলছে। কাল সিপিআইএম যদি চায়, কংগ্রেসও এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামবে। আমরা কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম করব। এই নিয়ে কথা হচ্ছে। পুজোর পর একসাথে হব’।

বামেদের নবান্ন অভিযান ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় শুক্রবার। আজ দুপুরে হাওড়ার মল্লিকফটকে বাম ছাত্র যুব কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। মল্লিকফটক মোড়ে বাম ছাত্র-যুবদের নবান্নমুখী মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকানোর পরই শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, লাঠিচার্জে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাওড়ার প্রাণকেন্দ্র। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, পাল্টা তেড়ে যাওয়া পুলিশের। পুলিশের লাঠিচার্জ, বামেদের পাল্টা ইট, বোতলবৃষ্টিতে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় হাওড়ার মল্লিক ফটক এলাকা। এসবের মধ্যেই চলছে জলকামান- কাঁদানে গ্যাস। কখনও পিছু হঠছে পুলিশ, কখনও বাম ছাত্র যুবদের মিছিল। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত বেশ কয়েকজন বাম ছাত্র যুব কর্মী। আহত হয়েছেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বাম ছাত্র যুবদের ইটের আঘাতে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও। বেশ কয়েকজন বাম কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ হাওড়া পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, ‘আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, মিছিলকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল হতে পারে। সে কারণেই পুলিশ মল্লিক ফটকের আগেই মিছিল আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়’। মিছিল ঘিরে অশান্তির আশঙ্কায় মিছিল শুরু হওয়ার পরই ওই রুটে যানচলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়। সিঙ্গুরে টাটাদের ন্যানো কারখানা এখন অতীত। সেই কারখানা ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যানো কারখানার জমিতে চাষাবাদও নৈব নৈব চ। কলকারখানা ও কাজের দাবিতে সেই সিঙ্গুর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে ফের পথে নেমেছে বামেরা। রাজ্যে কর্মসংস্থান, নতুন শিল্প তৈরি, কাজ না পাওয়া অবধি বেকার ভাতার ব্যবস্থা এবং কম খরচে পড়াশোনার সুযোদের দাবিতে দু’দিনের এই নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় ১২টি বামপন্থী যুব-ছাত্র সংগঠন। বৃহস্পতিবার সিঙ্গুর থেকে রওনা হয় মিছিল। ডানকুনিতে রাত্রিবাসের পর শুক্রবার হাওড়া ময়দান ও স্টেশন থেকে কলকাতার দিকে রওনা দেয় মিছিল। এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই রাজ্য নেতৃত্বের দাবি প্রায় ১০ হাজার কর্মী-সমর্থক বৃহস্পতিবার পথে হেঁটেছিলেন। এদিন সেই সংখ্যা আরও বাড়ে। তাই,অশান্তি এড়াতে মিছিলের যাত্রাপথে মোতায়ের করা হয় পুলিশের বিশাল বাহিনী। এদিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছিল নবান্নমুখী রাস্তা। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় নবান্নকে। নবান্নের সব গেট বন্ধ রাখা হয়। পরিচয়পত্র দেখিয়েই নবান্নে ঢুকতে দেওয়া হয় কর্মীদের।

আন্দোলনকারীরা প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা হাওড়া স্টেশন থেকে বঙ্কিম সেতু পেরিয়ে বঙ্গবাসী মোড় হয়ে মল্লিক ফটক থেকে বাঁ দিক ধরে জিটি রোড ধরে নবান্নের দিকে যাবে। এদিন সকাল থেকেই ওই রুটে তিনটি পর্যায়ে ব্যারিকেড করা হয়। মল্লিক ফটকের সামনে ব্যারিকেডটি মূল বাধা হিসাবে তৈরি করা হয়। সেখানে মিছিলের প্রথম ধাপে রাখা হয় মহিলা পুলিশ কর্মীদের। তাঁদের পিছনে কমব্যাট ফোর্স ও রোবো কপ। সেই বাধা পেরতে পারলে মিছিলকে ধাক্কা খেতে হবে ইস্পাতের ব্যারিকেডে। সেখানেই রাখা হয় জলকামান। এছাড়া কাঁদানে গ্যাস সহ বিশেষ বাহিনীও মোতায়েন করা হয় ওই মল্লিক ফটকে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের শীর্ষ কর্তারা ছাড়াও, আশপাশের জেলা থেকে অতিরিক্ত বাহিনী আনা হয় ওই মিছিল রুখতে।

বেলা একটা নাগাদ হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু হয় মিছিল। একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। ফোর্সর রোড থেকে মল্লিকফটক, সর্বত্র স্টিলের ব্যারিকেড দিয়ে আটকানো হয় পাচের পাতার পর

শুক্রবার কমলাসাগর কসবা কালীবাড়িতে সস্ত্রীক রাজ্যপাল রমেশ ব্যাইস।

দিল্লিতে ফের চালু হচ্ছে জোড়-বিজোড় নীতি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের দিল্লিতে চালু হতে চলেছে জোড়-বিজোড় নীতি। এই ঘোষণা করে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানান, আগামী ৪ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত জোড়-বিজোড় নীতি ভেহিকেল স্কিমের নিয়মে রাজধানীর রাজপথে যান চলাচল করবে। এর ফলে ১০ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ দূষণ কমবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেজরিওয়াল বলেন, প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে শীতকালে ফসল পোড়ানোর সময় বিপুল পরিমাণে বায়ুদূষণকে আটকানোর লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে। ফসল পোড়ানো থেকে বায়ু দূষণ মোকাবিলায় সাত দফা পরিকল্পনা এদিন ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, যার মধ্যে মাস্ক বিতরণ, রাস্তায় যান্ত্রিক ঝাড়ু, বৃক্ষরোপণ এবং নগরীর ১২টি দূষণ হটস্পটগুলির জন্য বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, জোড়-বিজোড় নীতি অনুযায়ী যানবাহন চালানো হবে। কেজরিওয়াল আরও জানান, দিল্লি পুরসভা প্রযুক্তিগত সাফাইয়ের কাজ শুরু করবে, ধুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে ছড়ানো হবে জল। তিনি বলেন, 'আমরা দিল্লিতে চাই ১০০ু মেকানাইজড স্যুইপিং।

গণতন্ত্রকে স্বচ্ছ এবং পুরস্কৃত করা হোক ঃ রামবাহাদুর রায়

হিন্দুস্থান সমাচারের বার্ষিক অধিবেশনের সমূহ সম্পাদক এবং ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রের সভাপতি রামবাহাদুর রায় জনমত নির্মাণে সংস্থার মহান ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে গণতন্ত্রকে স্বচ্ছ এবং পুরস্কৃত করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সমগ্র ভারতীয় সাংবাদিকতা অসামাজিক হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে সংস্থার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কারণ খবরের জটিলতা এই সময়ে এক বড় বিড়ম্বনা। তা সত্ত্বেও, তিনি দাবি করেন, এই সংস্থা ভারতীয় সাংবাদিকতা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ চালিয়ে যাবে। সভার চেয়ারম্যান ও সাংসদ আর কে সিনহা, সমূহ সম্পাদক রামবাহাদুর রায়, সহ-সভাপতি অরবিন্দ মার্দিকার, অচ্যুতানন্দ মিশ্রা ও সুষমা আগরওয়াল প্রমুখের সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ারহোল্ডাররাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় হিন্দুস্থান সমাচারের কার্যনির্বাহী সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বক্তব্য রাখেন এবং তিনি সংস্থার প্রচার ও প্রসারকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে তথ্যও উপস্থাপন করেন।

জরুরী পরিষেবা

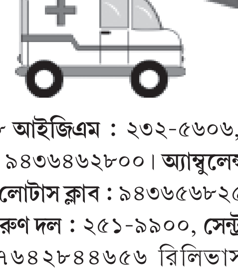

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিউ মেক্সিকোতে পৃথক ঘটনায় ছজনের গুলিতে মৃত্যু

নিউ মেক্সিকো, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে পৃথক হিংসার ঘটনায় ছজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন বলে খবর। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। বৃহস্পতিবার রাতে আলবুকার্কি শহরের তিনটি স্থানে এসব ঘটনা ঘটে বলে মার্কিন পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। রাত ৯টার দিকে শহরের ১০২৮ লুরা প্লেস এলাকায় গুলির চালানোর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে তিনজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। এছাড়া আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তিনজনকে। এদের মধ্যে একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ফের রাত পৌনে ৯টার দিকে শহরের রিও ভোলকান অ্যাপার্টমেন্টস এলাকার ১৯১৯ লাডেরাতেও গুলি বিনিময়ের খবর পাওয়া যায়। সেখান থেকে আহত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে দুইজনের মৃত্যু হয়। এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কাসা বনিটা অ্যাপার্টমেন্টস এলাকা থেকে ঘাড়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

সাতজন বাংলাদেশি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুন।। শুক্রবার সকালে গোপন খবরের বিত্তিতে সাতজন বাংলাদেশী আটক করল মধুপুর থানার পুলিশ। বাংলাদেশিরা মধুপুর থানায় অন্তর্গত দক্ষিণ মধুপুর এলাকা হয়ে ভারতে প্রবেশ পথে তাদেরকে আটক করেছে পুলিশ। মধুপুর থানার সাবইন্সপেক্টর তাপস দাস জানান থ্রি অফ আইপিপি অ্যাক্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। মামলা নম্বর হলো ৩৫/১৯। আটক হওয়া ব্যাক্তিদের নাম হচ্ছে সপিক পাটারী (৭৯) বাড়ি বধরপুর (বাংলাদেশ), আয়েব আলি (৫৫) কাশিপুর (বাংলাদেশ), রায় আমিন (৬৩) নাগরা, এমডি মেয়েক পাটারি (৫০) পুরন কাশেম পুর (বাংলাদেশ), ধূলিয়েন হুসেন প্রধান (৬২) পুরন কাশেম পুর কাজু মিঞা (৬০) শহীদপুর, আয়েব আলি (৩২) বাড়ি বধরপুর (বাংলাদেশ)। আগামীকাল তদেরকে আদালতে সোর্পদ করা হবে বলে জানাগেছে।

গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবি ঃ ভোপালে মৃত্যু ১১ জনের, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা জেলা প্রশাসনের

ভোপাল, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই পরিণত হল বিষাদে! গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় মধ্যপ্রদেশের ভোপালে নৌকা উল্টে মৃত্যু হল ১১ জনের। এছাড়াও ৪ জনের কোনও খোঁজ নেই। শুক্রবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভোপালের খাতলাপুরা ঘাটে। পুলিশ সূত্রের খবর, গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের সময় শুক্রবার সকালে খাতলাপুরা ঘাটে নদীতে উল্টে যায় একটি নৌকা। ওই নৌকায় মোট ১৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১১ জনের নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। খোঁজ নেই ৪ জনের, সাঁতরে প্রাণে বেঁচেছেন ৩ জন। আপাতত নিখোঁজ ৪ জনের খোঁজ চালাচ্ছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী পি সি শর্মা। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মন্ত্রী পি সি শর্মা জানিয়েছেন, ''খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। নিহতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত করা হবে।'' পুলিশ সূত্রের খবর, নিহতদের প্রত্যেকের বাড়ি পিপলানি এলাকায়।

গণেশ

● **প্রথম পাতার পর**

ঘাটে নদীতে উল্টে যায় দু''টি নৌকা। ওই দু'টি নৌকায় মোট ১৮ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১১ জনের নদীতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে ৪ জন নিখোঁজ ছিলেন, পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) এবং ভোপাল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীদের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়। এছাড়াও সাঁতরে প্রাণে বেঁচেছেন ৩ জন।

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ইরশাদ ওয়ালি জানিয়েছেন, শুক্রবার ভোরে দু''টি পৃথক নৌকায় চেপে গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের জন্য যাচ্ছিলেন কমপক্ষে ১৮ জন। ভোর ৪.৩০ মিনিট নাগাদ আচমকাই দু''টি নৌকা ডুবে যায়। ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, এছাড়াও ৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মৃতদের পরিবার পিছু ১১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ জানিয়েছেন, 'নিহতদের পরিবারপিছু ১১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

টাস্ক ফোর্স

● **প্রথম পাতার পর**

সীমান্ত রেলওয়ের বাণিজ্যিক বিভাগে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়। সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের দাবি, এই প্রথম স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। তিনি জানান, গত ১৮ আগস্ট গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ১৫৬৪৫ গুয়াহাটি লোকমান্য তিলক টার্মিনাল এক্সপ্রেস থেকে ৫৫ লক্ষ টাকার বিদেশী সিগারেট বাজেয়াপ্ত করেছিল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। তখন ওই বেআইনী সামগ্রী পাচারের সাথে জড়িত থাকায় পাঁচজনকে আটক করেছিল স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের কর্মীরা। তাঁর দাবি, এই ফোর্স রেলের ভেতরে কিংবা স্টেশন চত্বরে বা প্ল্যাটফর্মে দালাল, নারী পাচার, মানব পাচার সহ নানা ধরনের অপরাধের উপর নজরদারী রাখবে।

রাজঘাট

● **প্রথম পাতার পর**

হাঁস পালন প্রকল্পের সূচনা করেছে গত বছর। এক হাজার পরিবারকে ৫০টি করে উন্নত প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হচ্ছে। তাতে যেমন রোজগার বাড়বে, পাশাপাশি রুদ্রসাগরের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, সংসদেও তিনি রুদ্রসাগরের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছেন। সম্প্রতি নাবার্ড-এর সভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি পর্যটন সার্কিট তৈরি করে পর্যটনের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থলপথে মায়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রেলপথ সম্প্রসারণ করে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে রেলপথে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগামীদিনে ত্রিপুরায় বিদেশি পর্যটক আরও বেশি আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে। নীরমহলকে রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছেন বলে তিনি জানান।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেছেন মেলাঘর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন উত্তম পাল, সিপাহিজলা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র দাস, মেলাঘর পুরপরিষদের উপ-মুখ্যকার্যনির্বাহী আধিকারিক হিমেন্দ বিকাশ পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পর্যটন দফতরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অভিজিৎ চক্রবর্তী, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সম্পাদক পরমেশ্বর দাস, জেলা পরিষদ সদস্য রতন দাস প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় মনসামঙ্গল প্রতিযোগিতা। ১৫ সেপ্টেম্বর রুদ্রসাগরে অনুষ্ঠিত হবে সাঁতার ও নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা।

খারিজ

● **প্রথম পাতার পর**

এর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য দিল্লির বিশেষ আদালতে আবেদন পেশ করেছিলেন পি চিদম্বরম। কিন্তু, শুক্রবার পি চিদম্বরমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

ছুরি

● **প্রথম পাতার পর**

নুরুলকে সঙ্গে সঙ্গেই কৈলাসহর থানায় আনা হয়। এরপর কৈলাসহরের উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসক নুরুলের পীঠের নীচে ছুরিকাঘাত সেলাই দেয়। পুলিশ নুরুলের মামালাটি রেজিস্ট্রী করে আকমদ আলীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ এলাকায় চিরুনী তল্লাশি করছে।

কৈলাসহর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা জানান, খুব শীঘ্রই আকমদ আলী পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।

ধর্ণা

● **প্রথম পাতার পর**

ছাত্র ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন প্রধান শিক্ষককে। আন্দোলনে নামা ছাত্র ছাত্রীদের আইনি ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানান। খোয়াই প্রেস ক্লাবের সভাপতি জানান মহকুমা শাসক সোনাক্ষী সিং তোমর ক্ষমা চাওয়ার সন্তুষ্ট হয়ে সাংবাদিকেরা ধর্না আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

৬ মাসের

● **প্রথম পাতার পর**

হবে। এছাড়া প্লাষ্টিক বর্জনেও সচেতনতা অভিযান চালানো হবে।

এদিকে, সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ৬ মাসের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি জানান, গ্রামে ডাস্টবিন পৌছে দেওয়ার জন্য ওই টাকা খরচ করা হবে। তাতে গ্রামের মানুষ স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন হবেন।

আয়ুষ্মান

● **প্রথম পাতার পর**

স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের উদ্যোগে শরীরচর্চা, যোগব্যায়াম প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

মিশন ডিরেক্টর জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে ১৭৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৫-টি ইউপিএইচসি-তে মায়ের স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের সংক্রামক রোগ, অসংক্রামক রোগ, রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরিক্ষা, ওষুধ প্রদান ইত্যাদি বিনামূল্যে প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২২-এর মধ্যে বাদবাকি ৮৩২টি উপস্বাস্থ্য, ৮২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১-টি ইউপিএইচ-কে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

তিনি জানান, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে অপর একটি স্তম্ভ প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ত্রিপুরায় সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা ক্যাশলেস সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, গত এক বছরে ২৯ হাজার ৭০০ জনের চিকিৎসার জন্য ১০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৪৮ জন রোগী বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন।

রাষ্ট্রীয়

● **প্রথম পাতার পর**

এন মাহাত্মে, ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, জনজাতি এবং বিভিন্ন অংশের শোকার্ত মানুষ ও তাঁর পরিবারের সদস্য-সদস্যাগণ।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজকুমারী কমলপ্রভা দেবী ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও

সমাজসেবী। আজ তিনি নেই। এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানাই।

কুঞ্জবনস্থিত উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে প্রয়াত রাজকুমারী মরদেহ নিয়ে আসা হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে। এখানেও তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব মানিকলাল দে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা, রাজপরিবারের সদস্যগণ, শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখক ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণ।

এদিন বটতলা মহাশ্মশানে প্রয়াতার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক একে শুক্লা। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাজ্যের শেষ মহারাজা কিরীট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ছোট বোন। রাজ্যের শিল্প-সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে রাজ্য সরকার তাঁকে ২০১৮ সালে মহারানি তুলসীবতী পুরস্কারে সম্মান জানায়। গতকাল মধ্য অসমের নগাঁওয়ে ছোট মেয়ের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৫ বছর।

বেতন ভাতা

● **প্রথম পাতার পর**

গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার 'অটল জলধারা মিশন' প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়ীতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। সেই প্রকল্পকে গ্রামস্তরে সঠিক ও সফলভাবে রূপায়ণ করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের সচেষ্ট থাকতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়ণের লক্ষ্যে গ্রাম প্রধানকে মাঠে গিয়ে তদারকি করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরাকে মহিলা নির্যাতনমুক্ত ও ভ্রষ্টাচারমুক্ত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ গ্রাম, শ্রেষ্ঠ জেলা তৈরী করার জন্য নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের শপথ নেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রকে সঠিকভাবে রূপায়ণের কারিগর হলেন জনপ্রতিনিধিগণ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেসকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিগণের। এছাড়াও রাজ্য সরকার যে সব বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে তা গ্রামস্তরে পৌঁছানোর জন্যও জনপ্রতিনিধিগণের দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা মৎস্য ও রাজস্ব দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন এবং সেগুলি গ্রামস্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথির ভাষণে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, কৃষকদের কল্যাণে যেসব প্রকল্প রয়েছে তার সুবিধা নেওয়ার জন্য ক'ষকদের সচেতন করতে হবে জনপ্রতিনিধিগণের। দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তা বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, গ্রামোন্নয়ন (প'ায়েত) দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা রাজেন্দ্র নোয়াতিয়া এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সিং। অনুষ্ঠান মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষামন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া এবং রাজ্যের ৮ জেলার জিলা পরিষদের নব নির্বাচিত সভাধিপতিগণ।

আর্জি খারিজ

পাচের পাতার পর

হবে পি চিদম্বরমকে। সিবিআই ছাড়াও আইএনএক্স মিডিয়া মামলার তদন্ত করছে এনফেউর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-ও। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য দিল্লির বিশেষ আদালতে আবেদন পেশ করেছিলেন পি চিদম্বরম। কিন্তু, শুক্রবার পি চিদম্বরমের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত।

যাওয়ার অনুমতি

পাচের পাতার পর

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত বার্সেলোনা যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক তাঁকে। এদিন দিল্লির বিশেষ আদালতে তাঁর বিদেশযাত্রার আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়। অর্থ তছরুপ বিরোধী আইনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইডি। এর আগে তাঁকে ধারাবাহিকভাবে জেরাও করে ইডি। উল্লেখ্য, রবার্ট বঢরার বিরুদ্ধে বিদেশে একাধিক আয় বহির্ভূত সম্পত্তি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন

পাচের পাতার পর

রাজ্যের দাবি আদায় নিয়ে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ না করে ততদিন পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে তাঁদের সংগঠন। আজ মাহুর রিংফাই মেমোরিয়াল খেলার মাঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের ৬৪-তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা।

জননায়ক জনতা পার্টি

তিনের পাতার পর

পানিপত গ্রামীণ আসনে জেজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন দেবেন্দর কাদিয়ান, উকলানার প্রার্থী হলেন অনুপ ধনক, নারনাউন্দ আসনের প্রার্থী হলেন রাম কুমার গৌতম, মন্দ্রেগড়ের প্রার্থী হলেন রাও রমেশ পালরি, নারনাউল আসনে প্রার্থী করা হয়েছে কমলেশ সাইনিকে, বাওয়াল আসনে প্রার্থী করা হয়েছে শ্যাম সুন্দরকে এবং হাথিন আসনের জেজেপি প্রার্থী হলেন হর্শ কুমারঊ প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)-রঊ হরিয়ানার আঞ্চলিক এই দল শাসক দল বিজেপিকে চাপে ফেলতে কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছে।

পাশে দাঁড়াল কংগ্রেস

পাচের পাতার পর

পথ। ড্রোন উড়িয়ে চলে নজরদারি। প্রচুর পুলিশ, রোবো কপ এবং কমব্যাট বাহিনী ঘিরে রাখে মিছিলের গোটা রুট। দুপুর ১টা নাগাদ হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন রেল মিউজিয়ামের সামনে জমায়েত করেন বাম ছাত্র-যুবরা। তাঁরা রেল মিউজিয়ামের সামনে থেকে রওনা দিয়ে ২টো নাগাদ বঙ্কিম সেতু পেরিয়ে মল্লিক ফটকের মুখে পৌঁছন। সেখানেই তৈরি ছিল পুলিশের বিশাল ব্যারিকেড। সেখানে মিছিল পৌঁছতেই পুলিশ মাইকে মিছিলকে এগোতে বারণ করে। আগেই বাম-ছাত্র যুবরা জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা পুলিশের বাধা মানবেন না। তাঁরা এগিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমে হাতাহাতি, ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় পুলিশের সঙ্গে। তার মধ্যেই পুলিশকে লক্ষ্য করে উড়ে আসতে থাকে ইট এবং বোতল। পাল্টা পুলিশও শুরু করে এলোপাথাড়ি লাঠি চার্জ। মিছিল কয়েক মিনিটের জন্য থমকে যায়। এর পর ফের মিছিল এগোতে শুরু করলে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। ছোড়া হয় কাঁদানে গ্যাসও।

বাম ছাত্র-যুব নেতাদের অভিযোগ, এদিন পুলিশেরর সঙ্গে মিশে ছিল তৃণমূলের গুন্ডারা। পুলিশের মদতেই তাদের ওপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূলের ছেলেরা। বহু ছাত্র, যুব জখম হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সন্ধ্যায় আহতদের সেখানে দেখতে যান বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমানু বসু।

আন্দোলনকারীদের উপর এহেন হামলার ঘটনায় কড়া নিন্দা করেন বিমানু বসু। বিবৃতি জারি করে তিনি জানিয়েছেন, আহতের সঠিক সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আহতরা হাওড়া জেলা হাসপাতাল ও কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের সঙ্গে পরিকল্পনা করে মিছিলকারীদের উপর হামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে বলে তোপ দাগেন তিনি। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের সুরেই আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণের নিন্দায় সরব হয়েছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহম্মদ সেলিম।

মাদক সংক্রান্ত মামলা তদন্তে গাফিলতি, বরখাস্ত সাব ইন্সপেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। মাদক সংক্রান্ত মামলায় তদন্তের গাফিলতির জন্য রাজ্য পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টরকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী কাঞ্চনপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লংকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেছেন। তাকে ধর্মনগরে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়েছে।

কাঞ্চনপুর থানার গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মাদক সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলাগুলির তদন্ত ভাড় কাঞ্চনপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লংকে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তদন্তে গাফিলতি হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে রাজ্য পুলিশ। তাই তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশে কোনো জবাব দেননি।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ওই পাঁচটি মামলায় কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লং তদন্ত করেননি। তাকে বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তদন্তে গাফিলতি করেছেন। তাই তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুর থেকে মিকেইলা ডার্লংকে বরখাস্তের আদেশ কার্যকর হবে।

বোলারদের শাসন করতে দারুণ লাগে: শেফালি

বিশ্বজিৎ দাস: ছ'বছর আগের অক্টোবরে রনজি ট্রফির ম্যাচ ঘিরে উত্তাল হয়েছিল লাহলির চৌধুরি বনসিলাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। বিদায়ী রনজি ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। ক্রিকেট অনুরাগী বাবার হাত ধরে সেই ম্যাচে চারদিনই মাঠে এসেছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী শেফালি ভার্মা।ছ'বছর পর ভারতের মহিলা ক্রিকেটে 'শচীন---সম' মিতালি রাজের পরিবর্তে ভারতীয় দলে সুযোগ পেলেন সেই শেফালি। টি২০ ক্রিকেট থেকে মিতালির অবসরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে শেফালিকে দলে নিয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। ১৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অভিষেক হয়েছিল শচীনের। তাঁর ভক্ত শেফালি বিশ্ব ক্রিকেটে অভিষেকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে। বাবা সঞ্জীবের অপূর্ণ স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে দৌড়ে চলেছেন রোহতক---কন্যা। ছোটবেলায় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বাড়ির চাপে শেষপর্যন্ত পারিবারিক স্বর্ণব্যবসায় নাম লেখাতে হয় সঞ্জীবকে। বড় মেয়ে শেফালির ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ এবং শচীন—ভক্তি দেখে নিজের অপূর্ণ স্বপ্ন তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করতে নেমে পড়েন তিনি। বেঙ্গালুরু থেকে ফোনে শেফালি বলছিলেন, 'বাবা একসময় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। প্রথম দিন থেকে তিনিই আমার ক্রিকেট গুরু। যখন আমি খেলা শুরু করি, অনেকেই বাবাকে নানা কথা বলতেন। বাবা সেসবে কান দিতেন না। সত্যি বলতে কি, দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন যতটা আমার, ততটাই আমার বাবারও।'আপাতত ভারতীয় দলের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর শিবিরে আছেন শেফালি। টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে পা রাখার দিনেও ছ'বছর আগের লাহলির স্মৃতি টাটকা তাঁর মনে। বলছিলেন, 'প্রথম দিন শচীন স্যরকে দেখার মুহূর্তটা কোনওদিন ভুলতে পারব না। ওঁকে দেখেই আমার ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু।' প্রিয় ক্রিকেটারের নাম শচীন হলেও তিনি অবশ্য দেখেটেখে নয়, মারকাটারি ক্রিকেটেই সাবলীল। কেন? মুখচোরা শেফালির হাসতে হাসতে জবাব, 'আসলে বোলারদের শাসন করতে দারুণ লাগে।'গত ফেব্রুয়ারিতে সিনিয়র মহিলা টি২০ টুর্নামেন্টে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৬ বলে ১২৮ রানের ইনিংস খেলে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে আইপিএলের ধাঁচে জয়পুরে অনুষ্ঠিত মহিলাদের উইমেন্স টি২০ চ্যালেঞ্জে তাঁকে সুযোগ দেন নির্বাচকরা। সেখানে মিতালিরই নেতৃত্বাধীন ভেলোসিটির হয়ে ওপেন করেছিলেন শেফালি। বড় রান না পেলেও ইংল্যান্ড ওপেনার ড্যানিয়েলা ওয়েটের প্রশংসা পেয়েছিলেন। শেফালি বলছেন, 'ড্যানিয়েলা আমাকে নিজের স্বাভাবিক খেলা ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল।' শোনা যায়, সেসময় মিতালিও নাকি নির্বাচকদের শেফালির ওপর নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটে মিতালির মতো কিংবদন্তির জুতোয় পা গলাচ্ছেন। চাপ নেই? শেফালি বললেন, 'আমার কোনও কিছুতেই চাপ মনে হয় না। সুযোগ পেলে ম্যাচ খেলব।' মহিলা দলে তাঁর প্রিয় ক্রিকেটারদের নাম জানাতে গিয়ে বললেন, 'মিতালিদি, হরমনদি (হরমনপ্রীত সিংহ), স্মৃতিদির (স্মৃতি মান্ধানা) খেলা দারুণ লাগে। ওদের মতো আমিও দায়িত্ব নিয়ে দলে অবদান রাখতে চাই। ভারতীয় দলে নিজের জায়গা পাকা করে নেওয়াই আমার প্রধান লক্ষ্য।'ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও অবশ্য অদ্ভুত সমস্যার মুখোমুখি শেফালি। মারকুটে ওপেনার কিছুটা চাপেই আছেন। আগামী বছর দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা তাঁর। নিজেই প্রসঙ্গ টেনে এনে বললেন, 'এতদিন স্কুল আমাকে দারুণ সহযোগিতা করেছে। কিন্তু বোর্ড পরীক্ষায় তো স্কুলের কিছু করণীয় থাকবে না!' তাহলে উপায়? শেফালির জবাব, 'দেখা যাক। ক্রিকেটের সঙ্গে পড়াশোনাতেও যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।' ১৫ বছর বয়সে সেভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছেশক্তি বলছিল, হাল ছাড়ার বান্দা নন শেফালি ভার্মা।

একের বেশি পদে থাকতে পারবেন না সৌরভ, নির্দেশ দিলেন এথিক্স অফিসার

একের বেশি পদে থাকতে পারবেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সাফ নির্দেশ দিলেন বোর্ডের এথিক্স অফিসার ডিকে জৈন। সৌরভের বিরুদ্ধে ওঠা স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগ খতিয়ে দেখার পরে অবশ্য সৌরভকে এই ঘটনায় পুরোপুরি ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। সংবাদসংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডিকে জৈন-এর তরফ থেকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছে সিএবি প্রেসিডেন্টকে, সেখানেই স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবেই একের বেশি পদে থাকতে পারবেন না তিনি।সিএবি-র সভাপতির ভূমিকা পালন করছেন সৌরভ। পাশাপাশি, বোর্ডের অ্যাডভাইসারি কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস দলের মেন্টরও ছিলেন মাস কয়েক আগে। ধারাভাষ্যও দেন তিনি। এই কারণেই সৌরভের বিরুদ্ধে স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগ উঠেছিল।স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়েছে দ্রাবিড়ের নাম, সৌরভ বলছেন ভগবানই পারেন ভারতীয় ক্রিকেটকে বাঁচাতেএই ঘটনায় সৌরভকে পাঠানো ই-মেলে লেখা হয়েছে, এথিক্স অফিসার জানিয়েছেন, বোর্ডের ৩৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ক্রিকেট অ্যাডভাইসারি কমিটিতে সৌরভের উপস্থিতি স্বার্থ সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

অলিম্পিক সোনার জন্য জায়গা খালি রেখেছি: সিন্ধু

সংবাদ সংস্থা,দিল্লি: একটা জয় ভুলিয়ে দেয় সব হারের শোক। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের পর তাই বাড়ির ক্যাবিনেটে খালি থাকা বিশেষ একটি জায়গা ভরাট করার স্বপ্ন দেখছেন পি ভি সিন্ধু। কী দিয়ে ভরাট করবেন? অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পদক পেয়ে। রিও অলিম্পিকে রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। তারপর আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের ফাইনালে হেরেছিলেন। লোকে বলতে শুরু করে, ফাইনাল---ফোবিয়ায় আক্রান্ত। সিন্ধু সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'যে ক'টা ফাইনালে হেরেছি, সেগুলোর আক্ষেপ মিটিয়ে দিয়েছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের সোনা। আমার ফাইনাল—ফোবিয়া নিয়ে লোকে অনেক কথা বলেছেন। ঠিক করেছিলাম, জবাব দেব র‍্যাকেটেই। তবে অলিম্পিক আলাদা। রিও অলিম্পিক এবং বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের স্মৃতি একেবারেই অন্য রকমের। অলিম্পিকে সোনার পদকটা এখনও পাইনি। ওটা আমার চাই। আমার বাড়ির ক্যাবিনেটে ওই সোনার পদকটার জন্য জায়গা রাখা আছে। বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে জয় আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে।' এরপর একটু থেমে সিন্ধু যোগ করেন, '২০১৬---র রিও অলিম্পিকের আগে আমায় কেউ চিনতেন না। কিন্তু রিও অলিম্পিকের পর সব বদলে গেছে। এবার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের পর সবাই আমার বিরুদ্ধে খেলায় নতুন কিছু করার চেষ্টা করছে। পরিকল্পনা কষছে। তাই আমাকেও নতুন কিছু শিখতে হচ্ছে। কিম ম্যামের সঙ্গে এখন কাজ করছি। উনি আমার খেলায় কিছু পরিবর্তন এনেছেন। যা নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে। তবে আরও কিছু শিখতে হবে। নেট—প্লে—র ওপর জোর দিতে হবে।' এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বের ৫ নম্বর প্লেয়ার। র‍্যাঙ্কিংয়ে আরও ওপরের দিকে থাকলে টোকিও অলিম্পিকের ড্র—এ শীর্ষস্থানীয় প্লেয়ারদের সঙ্গে লড়াই এড়াতে পারবেন। তবে সিন্ধু বলছেন, 'সোনা জিততে গেলে তো টপ প্লেয়ারদের হারাতেই হবে।'

অ্যাশেজে লজ্জার রেকর্ড ওয়ার্নারের

আট বলে পাঁচ রান! চলতি অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্টে ফের একবার ব্যর্থ হলেন ডেভিড ওয়ার্নার। শুক্রবার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ওপেনার শুক্রবার জোফ্রা আর্চারের বলে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার এক রেকর্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন।এবারের অ্যাশেজ একেবারেই ভাল যাচ্ছে না ওয়ার্নারের। শুক্রবারের ইনিংস নিয়ে দশের নীচে আটবার আউট হলেন তিনি। অ্যাশেজের ইতিহাসে এত খারাপ ব্যাটিং রেকর্ড কারও নেই। এর আগে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল আথারটন ১৯৯৭ সালের অ্যাশেজে সাতবার দশের কম রানে আউট হয়েছিলেন। সেটাই টপকে গেলেন ওয়ার্নার।এই আট ইনিংসে মোট ২৩ রান করেছেন তিনি।

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডকে তিনশোর মধ্যে বেঁধে রাখল অস্ট্রেলিয়া

লন্ডন: প্রথমদিনের শেষে জোস বাটলারের ব্যাটে লড়াই জিইয়ে ছিল ইংল্যান্ডের। দ্বিতীয়দিন সকালে স্কোরবোর্ডে ২৩ রান যোগ হওয়ার পর বাটলার ফিরতেই যবনিকা পড়ল ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে। অ্যাশেজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে পঞ্চম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২৯৪ রান তুলল থ্রি-লায়ন্সরা। জবাবে দ্বিতীয়দিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে অস্ট্রেলিয়ার রান ২ উইকেটে ৫৫।৮ উইকেটে ২৭১ রান হাতে নিয়ে দ্বিতীয়দিন ক্রিজে নামেন গতদিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান জোস বাটলার ও জ্যাক লিচ। টেল-এন্ডারদের নিয়ে ৬৪ রানে অপরাজিত বাটলারের লড়াই দ্বিতীয়দিন কতটা দীর্ঘায়িত হয়, সেটাই ছিল দেখার বিষয়। তবে এদিন নিজের নামের পাশে মাত্র ৬ রান যোগ করেই প্যাট কামিন্সের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন ইংরেজ ব্যাটসম্যান। নবম উইকেটে বাটলার-লিচ জুটির ৬৮ রানের অবদান ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে পৌঁছে দেয় ৩০০ রানের দোরগোড়ায়। বাটলার আউট হলেও লিচ ও ব্রডের কাছে সুযোগ ছিল দলের রান তিনশোর গন্ডি পার করানোর।কিন্তু বাটলার আউট হওয়ার পরের ওভারেই ব্যক্তিগত ২১ রানে মার্শের পঞ্চম শিকার হন লিচ। ২৯৪ রানে শেষ হয় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। প্রত্যাবর্তন টেস্টেই ৫ উইকেট নিয়ে নজর কাড়েন অজি অল-রাউন্ডার মিচেল মার্শ। ৩ উইকেট নেন প্যাট কামিন্স ও ২টি উইকেট হ্যাজেলউডের দখলে। জবাবে ব্যাট হাতে নেমে আবারও ব্যর্থ ডেভিড ওয়ার্নার। দ্রুত পাঁচদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন সিরিজ ভুলতে চাইবেন অজি ওপেনার। জোফ্রা আর্চারের ডেলিভারিতে উইকেটের পিছনে বেয়ারস্টোর হাতে তালুবন্দি হন তিনি।খুব বেশিক্ষন ক্রিজে স্থায়ী হতে পারেননি আরেক ওপেনার মার্কাস হ্যারিসও। ৩ রানে আর্চারের ডেলিভারিতেই স্টোকসের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। ১৪ রানে ২ উইকেট খোয়ানোর পর দলের হাল ধরেন মার্নাস ল্যাবুশেন ও চলতি অ্যাশেজের নায়ক স্টিভ স্মিথ। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ৩২ রানে অপরাজিত রয়েছেন ল্যাবুশেন। সঙ্গী স্মিথ অপরাজিত ১৪ রানে। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া পিছিয়ে ২৩৯ রানে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AMB/11/2019-20

Dated: - 06.09.2019 The Executive Engineer, Internal Electrification Division Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking enterprise and cligible Contractors Forms Igencies Manufactures Bonafied Suppliers Authorized Dealer of appropriate class registered with PWD TTAADC/MES/CPWD Railway up to 3.00 P.M. on for the following work:

Sl No	Name of the Work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Last date and time for receipt of applicatiion for issue of tender form	Time and date of opening of tender	Place of sale of tender documents	Class of Tenderer
1	Providing ET (Concealed Wiring) in the newly constructed Community Health Centre (CHC) /SH: 50 bedded Sub-Divisional Main Hospital Building Double storied) of Panisagar Sub-Divisional Hospital, North Tripura./ SH: Providing and laying of Conceal conduit for slab casting. DNIT NO: 13/EE-IED/AMB/2019-20	Rs. 3,35,941.00	Rs. 3,359.00	30(Thirty)days	Upto 16.00 Hrs on 23/09/2019	At 15.30 Hrs on 23/09/2019	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa Dhalai Tripura.	Appropriate Class

Detailed Tender Notice/Forms/Terins & Conditions is available in the oflice of the Executive Engineer. Internal Electrification Division. Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 AM to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

ICA/C-1085/19

(Er. Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/23/2019-20 dated: 06-09-2019

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC / MES / CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25/09/2019 for the following work:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date and time for receipt of application for issue of tender form	Time and date of opening of Tender	Place of sale of tender documents	Class of Bidder
1	Renovation of "Internal Electrification work" of the Central Training Institute (CTI), East Gakulnagar, Sepahijala, Tripura. DNIET No: EE-IED/AGT/31/2019-20	Rs. 1,55,501.00	Rs. 1,555.00	30(Thirty) days	Upto 15.00 Hrs on 23/09/2019	At 15.30 Hrs on 25/09/2019	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Diision, Agartala : west Tripura.	Appropriate Class
2	Providing petty maintenance of yard lighting and outdoor lighting in the PWD Store Complex, AD Nagar, Agartala. DNIET No: EE-IED/AGT/ 32 /2019-20	Rs. 1,63,834.00	Rs. 1,638.00	10(ten) days				

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA/C-1090/19

(DHRUBARADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

অবশেষে বধূ নির্যাতন মামলা থেকে রেহাই পেল যুবরাজ সিং

দীর্ঘদিন ধরে চলা বধূ নির্যাতন মামলা থেকে অবশেষে মুক্তি মিলল ভারতীয় দলের প্রাপ্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং এবং তার পরিবারের সদস্যদের। আকাঙ্ক্ষা শর্মা যিনি বিগ বস ১০ এর একজন প্রতিযোগী, এই আকাঙ্ক্ষা শর্মা আজ থেকে দুবছর আগে যুবরাজ সিংয়ের ভাই জোবাবর সিং, মা শবনম সিং এবং যুবরাজ সিং এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল আদালতে। আকাঙ্ক্ষা যুবরাজ সিং এবং তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে এনারা দুজন মিলে আকাঙ্ক্ষার ওপর দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অত্যাচার করছেন আর সেই ভিত্তিতে আদালতে মামলা করা হয়েছিল।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষা এবং যুবরাজ সিংয়ের ভাই জোবাবর সিংয়ের বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি দিয়ে দিয়েছেন আদালত। এবং সেই সাথে আকাঙ্ক্ষা শর্মা যুবরাজ এবং তার পরিবারের উপর থেকে সমস্ত রকমের অভিযোগ তুলে তাদের মুক্তি দিয়েছেন।এইদিন আকাঙ্ক্ষা বলেন যে ইতিমধ্যেই আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মতি দিয়ে দিয়েছে আদালত আর তাই তিনি বলেছেন যে আমার জন্য যুবরাজ সিং এবং তার পরিবারের যাতে আর কোন রকম অসুবিধা না হয় তাই আমি তাদের উপর করা মামলা তুলে নিয়েছি। সেই সাথে তিনি যুবরাজ সিং এবং তার মা শবনম সিংয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।বিগ বস ১০ এর প্রতিযোগী হওয়ার পরেই গোটা দেশজুড়ে কার্যত সেলিব্রিটি হয়ে গিয়েছিলেন এই আকাঙ্ক্ষা শর্মা আর তারপরেই নিজেরেই জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে তিনি আদালতে যুবরাজ সিং এবং তার পরিবারের ওপর মামলা করেছিলেন বধূ নির্যাতনের জন্য।

ভারত সফর বন্ধ হতে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের, জানাল পিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ভারতে আসার কথা ছিল পাকিস্তানের মহিলা ক্রিকেট দলের। কিন্তু পাক দলের আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। বিসিসিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, তারা অনেক আগে থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাক দলের আসার ব্যাপারটি জানিয়েছে। তবে সরকারের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলার কথা ছিল পাকিস্তানের মহিলা দলের। কিন্তু পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে তাতে আর ম্যাচ দেখার সুযোগ ক্রীড়াপ্রেমীদের হবে কিনা মুশকিল।দুই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন ভাল অবস্থায় নেই। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান মহিলা ক্রিকেট দল যে ভারতে আসতে পারবে না, তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এদিকে পিসিবি জানিয়েছে, বিসিসিআই-এর তরফে আমাদের সঙ্গে এই নিয়ে যোগাযোগ করা হয়নি। আমরা কোনও নির্দেশিকা পাইনি। আমাদের বিরুদ্ধে ওরা খেলতে না চাইলে এই সফর বাতিল হবে। জানা যাচ্ছে, পাকিস্তানের ভারত সফর পিছিয়ে যেতে পারে দুই মা,। নভেম্বর নাগাদ হতে পারে এই টুর্নামেন্ট।এই সিরিজের জন্য ক্রিকেট উইন্ডো জুলাই থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। ফলে সিরিজ যদি শেষমেশ বাতিল হয় তা হলে পাকিস্তান হয়তো আইসিসির কাছে পুরো পয়েন্টের জন্য দাবি জানাবে। সেক্ষেত্রে বিসিসিআই পাল্টা জানাতে পারে, টুর্নামেন্ট আয়োজনের সবটা তাদের হাতে নেই। এক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশিকা মানতে তারা বাধ্য। আইসিসি তরফে আপাতত পিসিবি অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। কয়েক বছর আগে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পাকিস্তানে ভারতীয় মহিলা দল পাঠাতে রাজি হয়নি বিসিসিআই। পিসিবি নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় বোর্ড তাতেও রাজি হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট হারায় ভারত।

Principal, ITI Belonia, South Tripura, Government of Tripurainvite online e- tender against Press Notice Inviting e-Tender vide ref. F. No. ITI/BLN/ESTT/1(32)/2015/Part-I/553 dated 11-09-2019

For Supply of tools, equipment and furniture for different trades at ITI Santirbazar (NIeT No:01/ITI/STB/2019-20)

Time of completion- 60 days, Period of issue of tender- 13/09/2019 to 03/10/2019 up to 3.00 PM,

Date of Pre Bid Meeting - 19/09/2019 at 2.00 P.M , Last date of submission - 03/10/2019 up to 3.00 PM and Opening date - 03/10/2019at 3.00 P.M (if possible).

For details please visit for details - www.tripuratenders.gov.in/ www.industries.tripura.gov.in.

ICA/C-1094/19

Principal, ITI, Belonia
Deptt. of I&C, Govt. of Tripura.

Educational Notification for Seat Matrix

This is for information to all the concerned that the following Seat Matrix is for admission in GNM & ANM Training Courses for the academic session 2019-2020 in the mentioned Nursing School/ Institution of Government of Tripura as given below

GNM Course

Sl No.	Name of the Institution	Total Seats	UR	ST	SC
1.	Nurses Training Institute, AGMC & GBPH, IGM Complex, Agartala.	50 (Female)	26	15	9
2.	DR. BRAM Nursing School, RCCH, Old Music College Complex, Agartala.	50 (Male)	26	16	8
	Total	100	52	31	17

ANM Course

Sl No.	Name of the Institution	Total Seats	UR	ST	SC
1.	ANM Training Institute, Udaipur Gomati Tripura	40	21	12	7
2.	ANM Training Institute, Santirbazar, south Tripura.	30	15	10	5
3.	ANM Training Institute, CMO West Palace Compound, Agartala.	60	32	18	10
4.	ANM Training Institute, Kailashahar, Unakoti Tripura.	25	13	8	4
	Total	155	81	48	26

5% seats Reserved for disability of locomotors up to 40% to 50%.

ICA/D-934/19-20

Director of Medical Education
Government of Tripura
Agartala

1st CLAIMANT NOTICE

Whereas 1(one) no. vehicle Registration no. TR-01-D-0337, have been seized by forest officials for carrying Teak Swan timber of illegal orgin. Without permission of the authority, which apparently procured illegally and whereas, under Sub-Secrion,52(A) of IFA(Tri 20 Armed) 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle(s) for its use in commission of Forest Office u/s 41 & 42 of IFA 1972 and rules make by the Govt. of Tripura. Now therefore, it is hereby brought to the notice of the legal owners of the said vehicle to prefer his/her/their claim over the vehicle to the authorized Officers (DFO Khowai within 30(thirty) days from the date of issue of the notice along with copies of all relevant documents, regarding lawful ownership of the said seized vehicle. If the owners or his/her/their authorized representative failed to do so the decision regarding confiscation of the vehicle along with seized forest produces shall be taken ex-parte.

Issued under my seal & signature this day on...

ICA/D-942/19-20

Authorized Officer
District Forest Officer
Khowai District, Teliamura.

জাগরণ 14 September, 2019, Satarday আগরতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২৭ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

অন্ত্যেষ্টিতে মা রাজমকুমারী কমলপ্রভা দেবীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান উপ মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

ডিসিএম উত্তম দাসের মানবিকতায় নতুন জীবন পেল আট বছরের রাজদ্বীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। সৎ-মায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ আট বছরের দ্বিতীয় শ্রেনির পড়ূয়া রাজদ্বীপ নাথ। কখনো সুপারি কাটার শরতা, কখনো গরম রড, কখনো লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে পাশন্ডিক অত্যাচার। আট বছরের অবুঝ ছেলেকে দিয়ে বাথরুম, টয়লেট পরিস্কার থেকে শুরু করে ফিল্টারে জল দেওয়ার কাজ , ঘর দোর পরিস্কার সবই কাজ করানো হত। কাজ করতে না চাইলে মারধর করে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হত। টিফিন যাই দূরে থাক ঠিকভাবে খাবার দাবার দেওয়া হতনা। সকালবেলা স্কুল থেকে খেয়ে আসলে সারাদিন আর খাওয়ার জুটতো না। এমনই এক চাঞ্চল্যকর ভারাক্রান্ত অমানবিক অভিযোগ উঠল সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের জগদীশ নাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী বিপুলা নাথের বিরুদ্ধে। জগদীশ দেবনাথ মুখ-বধীর, পেশায় চা-পান দোকানদার। জগদীশ নাথের একমাত্র সন্তান রাজদ্বীপের বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা যায়। ছোট্ট ছেলেকে দেখভালের জন্য জগদীশ দ্বিতীয় বিয়ে করে বিপুলাকে। বিয়ের মাসখানেক পর থেকে রাজদ্বীপ যেন বোঝা হয়ে দাড়ালো জগদীশ বিপুলার সংসারে। দিনের পর দিন শুরু হয় রাজদ্বীপের উপর অত্যাচার। জগদীশ নাথ কথা বলতে পারে না। সকালবেলা দোকানে চলে যায় ফিরে রাত্রি বেলায়। ছেলেকে নিয়ে তাদের সংসারে অশান্তির কথা আঁচ করতে পেরে রাজদ্বীপকে মনুঘাটে জগদীশের বড় ভাইয়ের বাড়ীতে দিয়ে আসে।

জ্যেঠামশায়ের বাড়ীতে খুব ভালোভাবে চলছিল রাজদ্বীপের পড়া লেখা। মনুঘাট স্কুলে ভর্তি করানো হয় তাকে। তারপর হঠাৎ করে একদিন তার বাবা এবং মা জেঠামশায়ের বাড়ী থেকে সাব্রুমে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে। শুরু হয় রাজদ্বীপের উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার। গত কিছুদিন আগে রাত্রিবেলা তাকে প্রচন্ড মারধর করে সারারাত বাড়ীর বাইরে রাখে। মারের চোটে গলায় এবং মাথায় আঘাত পেয়েছে। সকালবেলা পাড়ার লোকেরা দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডঃ দেখিয়ে থেকে ওর বাবা ওকে জেঠামশায়ের বাড়ীতে রেখে আসে।

এই খবর ডিসিএম উত্তম দাস শুনতে পেয়ে সাথে সাথে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে। আজ বিকাল বেলা চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তা, ডিসিএম উত্তম দাস বৈষ্ণব এবং সাব্রুম থানার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগে রাজদ্বীপকে তার জেঠামশায়ের বাড়ি থেকে জবান বন্দী নেওয়া হয়। আজ তাকে মেডিক্যাল করে চাইল্ড হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিসিএম উত্তম দাস বৈষ্ণবের সহযোগীতায় রাজদ্বীপ তার সৎ-মার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে এক নতূন আশ্রয় পেল।

দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ৫। ঘটনা কদমতলা থানাধীন লালছলা বাজার সংলগ্ন ব্রীজে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে লালছড়া বাজার সংলগ্ন ব্রীজে টিআর০২-সি-৭২৯৬ এবং টিআর৫-বি-৯০৩৮ দুটি বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় এক বাইকে থাকা ৩ কলেজ ছাত্র এবং অপর বাইকের চালক সহ ১জন আহত হয়। দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকার মানুষ ছুটে আসে এবং খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে। উভয় বাইকের ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ফায়ার সার্ভিসের অপেক্ষা না করে এলাকার মানুষ প্রথমে ৩ জনকে একটি গাড়ি করে কদমতলা হাসপাতালে পাঠা.। খবর পেয়ে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে কদমতলা থানার পুলিশ। ৩ জন ছাড়াও আরও দুই আহত ব্যক্তি রয়েছিল ঘটনাস্থলে। একজন কলেজ ছাত্র শুভজিত দাস এবং অপরজন বাইক চালক।

পরবর্তী সময় ফায়ার সার্ভিসের বিলম্ব দেখে তাদের পুলিশের গাড়ি করেই কদমতলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরবর্তী সময় প্রাপ্ত খবরে জানা যায় এই দুর্ঘটনায় আহত ২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কদমতলা হাসপাতাল থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আগুনে ভস্মীভূত বসতবাড়ি সহ সদ্য কেনা টাটা এস গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। বন্ধের রাতে আগুনে ভস্মীভূত বসতবাড়ি সহ সদ্য কেনা টাটা এস গাড়ি। বৃহস্পতিবার ছিল কৈলাসহর মহকুমা বন্ধ। তাই বুধবার সপরিবারে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান কৈলাসহর পুর এলাকার ১৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা করুণা মালাকার এর পরিবার। কথা ছিল শুক্রবার সকালে বাড়িতে ফিরবেন।

কিন্তু রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রতিবেশী মারফত জানতে পারেন যে, বাড়িতে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে সাথে সাথে ছুটে আসেন বাড়িতে। কিন্তু এসে দেখেন সব শেষ হয়ে গেছে। বাড়িতে আগুন লেগেছে দেখতে পেয়ে প্রতিবেশীরা দমকলের খবর দিলে সাথে সাথে ছুটে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও কিছুই রক্ষা পায়নি করুণা মালাকারের।

বসতবাড়ি সহায় সম্বল যা ছিল সবই আগুনে ভস্মীভূত। পাশাপাশি সদ্য কেনা একটি টাটা এস গাড়িও অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে বাড়িতে কেউ না থাকায় সত্যেও কিভাবে আগুন লাগল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কেউ কেউ এটাকে নাশকতামূলক ঘটনা বলে অভিযোগ করছেন। ক্ষতিগ্রস্ত করুণা মালাকার এ ব্যাপারে প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন।

মার্কিন সাহায্যে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল পাকিস্তানই, স্বীকারোক্তি ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য পাকিস্তান। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জঙ্গিদের লালন--- পালন করছে ইসলামাবাদ। দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই দাবি করে এসেছে ভারত। এবার নিজের মুখেই সেকথা মেনেও নিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। শুক্রবার বিস্ফোরক স্বীকারোক্তিতে ইমরান জানান, আশির দশক থেকেই আমেরিকার মদতে জঙ্গিদের ট্রেনিং চলছে পাকিস্তানে। আর পাক প্রধানমন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তির পরেই সরগরম আন্তর্জাতিক মহল। রাশিয়ার একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ইমরান বলেন, ‘আশির দশকে এই মুজাহিদ্দিন জঙ্গিদের পাকিস্তানে ট্রেনিং দেওয়া হত। টাকা ঢালত আমেরিকা। আর এদের ব্যবহার করা হত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। কারণ সেই সময় আফগানিস্থান ছিল সোভিয়েতের দখলে।’ এখানেই শেষ নয়, ইমরানের আরও দাবি, এখন ওই জঙ্গিরাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এমনকি আমেরিকাও মনে করছে এটা আর জেহাদ নয়, কেবল সন্ত্রাসবাদ। না থেমে এর সঙ্গেই পাক প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘এই যুদ্ধে পাকিস্তান ৭০ হাজার মানুষকে হারিয়েছে। পাশাপাশি ১০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি নষ্ট হয়েছে আমাদের। তবুও দিনের শেষে আমেরিকার বক্তব্য পাকিস্তানের জন্যই নাকি আফগানিস্থানে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

রক্ষাকবচ উঠতেই রাজীব কুমারকে নোটিশ ধরাল সিবিআই

কলকাতা,১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স): রক্ষাকবচ উঠতেই রাজীব কুমারের বাড়িতে গেল সিবিআই। শুক্রবারই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের গ্রেফতারির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে কলকাতা হাইকোর্ট। তারপরই কলকাতায় রাজীবের বাড়িতে গেলেন ডিএসপি সিবিআই ব্রতীন ঘোষালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি দল। আগামীকাল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে। নোটিশ দেওয়া হয়েছে এডিজি সিআইডি রাজীব কুমারকে । জানা গেছে, দিন কয়েকের ছুটিতে রয়েছেন রাজীব কুমার ।ফলে তিনি ভবানী ভবনে থাকবেন না ধরে নিয়েই সরাসরি তাঁর বাড়িতে আসে সিবিআই । তবে রাজীব কুমার বাড়িতে ছিলেন না । তাঁকে আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার বেলা দশটার মধ্যে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সের সিবিআই দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে ।

শুক্রবার বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ সিবিআইয়ের একটি তদন্তকারী দল এডিজি সিআইডি রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবন, ৩৪ পার্ক স্ট্রিটে পৌঁছন। সিবিআই পৌঁছতে পারে সেই আশঙ্কায় আগে থেকেই ৩৪, পার্ক স্ট্রিটে কলকাতা পুলিশের বড়সড় বাহিনী মোতায়েন করা ছিল।

দুপুর তিনটে নাগাদ কলকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়ে জানিয়ে দেয়, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমাররের আর আইনি রক্ষাকবচ আর থাকছে না। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মধুমতী মিত্র জানান, আগামী তিনদিন রাজীব কুমারকে সময় দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে তিনি উচ্চ আদালতে আবেদন জানাতে পারেন । মামলার রায় ঘোষনার সময় হাইকোর্টে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি সিবিআই ব্রতীন ঘোষাল এবং সিবিআইয়ের দুই ইন্সপেক্টর । মামলার রায় ঘোষণা হতেই সিবিআই আধিকারিকরা সরাসরি চলে আসেন নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে । নিজাম প্যালেসে বৈঠকে বসেন সিবিআইয়ের যুগ্ম অধিকর্তা পঙ্কজ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে। তার পরই রাজীব কুমারকে নোটিশ দিতে তাঁর বাড়িতে চলে যায় সিবিআই। বিকেল পাঁচটা বাজার আগেই ৩৪ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে রাজীব কুমারের বাড়িতে পৌঁছে যায় সিবিআইয়ের দলটি। দু’জন আধিকারিক ঢোকেন তাঁর বাড়িতে। আইপিএস কোয়ার্টারে ঢোকার এবং বেরনোর দরজায় মোতায়েন করা হয় বিরাট সংখ্যার পুলিশ। সিবিআই আধিকারিকরা রাজীব কুমারের বাড়িতে ঢোকার মিনিট পনেরোর মধ্যেই শেক্সপিয়র সরণি থানা এবং পার্কস্ট্রিট থানার আধিকারিকরা পৌঁছে যান ৩৪ নম্বর পার্ক স্ট্রিটে। ঠিক পাঁচটা তেরো মিনিটে সিবিআইয়ের দলটি বেরিয়ে যান রাজীব কুমারের কোয়ার্টার থেকে।

এর আগে সিবিআইয়ের নোটিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। দীর্ঘদিন ধরে এই মামলার শুনানি চলেছে হাইকোর্টে এবং বারবার রাজীব কুমারকে রক্ষাকবচও দিয়েছে আদালত। তবে হাইকোর্টের রায়ে রাজীবের গ্রেফতারির উপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। রায় দিতে গিয়ে হাইকোর্ট বলেছিল, রাজীব কুমারের আইনি রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করার ফলে রাজীবকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি ধর্তব্যযোগ্য অভিযোগ থাকলে প্রয়োজনে গ্রেফতারও করতে পারবে সিবিআই। এক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারই এই সিদ্ধান্ত নেবেন।

আইনজ্ঞরা মনে করছেন, যেহেতু হাইকোর্ট বলেছে তিনদিনের মধ্যে রাজীব কুমার উচ্চ আদালতে আবেদন জানাতে পারেন, সেহেতু কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার এই ক’দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবেন। এরইমধ্যে গ্রেফতারির ওপর রক্ষাকবচের জন্য আবেদন করবেন সুপ্রিম কোর্টে। যদিও হাইকোর্ট বলে দিয়েছে এই তিন দিনের মধ্যে রাজীব কুমারকে গ্রেফতারও করা যাবে। ফলে, আবার রাজীব কুমার ও সিবিআইয়ের মধ্যে শুরু হল চোর পুলিশ খেলা।

পিডিপি নেতার পিএসও-র রাইফেল ছিনিয়ে পালাল আততায়ী কিশত্বর টাউনে জারি কারফিউ

ডোডা (জম্মু ও কাশ্মীর), ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র জেলা সভাপতির প্রোটেকটিভ সার্ভিস অফিসার (পিএসও)-এর ইনসাস রাইফেল ছিনিয়ে পালাল অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীঊ শুক্রবার সকালের এই ঘটনার পর থেকেই কিশত্বর টাউনে জারি করা হয়েছে কারফিউঊ বিকেল পর্যন্ত ওই আততায়ীর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পিডিপি (কিশত্বর জেলা সভাপতি)-র জেলা সভাপতি নাসির শেখ-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন প্রোটেকটিভ সার্ভিস অফিসার (পিএসও) মুবাশিরঊ শুক্রবার সকালে কিশত্বর জেলার গুরিয়ান এলাকায় পিডিপি জেলা সভাপতির বাড়িতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন পিএসও মুবাশিরঊ আচমকাই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ইনসাস রাইফেল ছিনিয়ে পালিয়ে যায়ঊ ডেপুটি কমিশনার (কিশত্বর) এ সিং রাণা জানিয়েছেন, ‘পিডিপি-র কিশত্বর জেলা সভাপতি নাসির শেখ-এর পিএসও-র ইনসাস রাইফেল ছিনিয়ে পালিয়েছে আততায়ীঊ তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশঊ চেক-পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছেঊ’ এই ঘটনার পর থেকেই কিশত্বর টাউনে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

ওভার লোডিং ও ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘন ঃ দিল্লিতে ২,০০,৫০০ টাকা জরিমানা ট্রাক চালক ও মালিককে

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ট্র্যাফিক আইন ভাঙলেই এবার থেকে আর রেহাই নেই, গুনতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা। রাজধানী দিল্লিতে ভালোভাবেই তা টের পেয়ে গেলেন ট্রাকের চালক ও মালিক।

ট্রাক ওভার লোডিং, ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘন-সহ একাধিক নিয়ম ভাঙার দায়ে দিল্লিতে ২,০০,৫০০ টাকা জরিমানা করা হল ট্রাকের চালক ও মালিককে। ওভার লোডিংয়ের জন্য ট্রাকের চালকের নামে ৫৬,০০০ টাকা এবং ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘনের জন্য ৭০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লির মুকার্বা চকের কাছে ট্রাক চালকের নামে বিপুল অঙ্কের টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও একাধিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে ট্রাকের মালিককে ৭৪, ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ট্রাকের চালক এবং মালিককে ২,০০,৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ট্রাকের মালিক বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই জরিমানার টাকা জমাও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সংশোধিত মোটর ভেহিক্‌ল আইন কার্যকর হয়েছে। সেখানে রাখা হয়েছে আইন লঙ্ঘন করলে মোটা জরিমানার ব্যবস্থা।

যা নিয়ে আপত্তির সুর চড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সংশোধিত মোটর ভেহিক্‌ল আইন কার্যকর হওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে। নয়া মোটর ভেহিকল আইনটি জারি হওয়ার পর থেকেই ধরপাকড় চলছে জোরকদমে।

গ্রেপ্তার দুই ছিনতাইবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। ছিনতাই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করলো এডি নগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল ক্ষিতীশ সরকার ও দুলাল বরুয়া। এডি নগর থানার এক পুলিশ অফিসার জানান ১১ সেপ্টেম্বর বাধারঘাট এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই হয়। সেই দিনই এডি নগর থানায় মামলা দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার পূর্বথানার অন্তর্গত রামঠাকুর সংঘ এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করে। ধৃতদের স্থানীয় লোকজন ও অভিযোগ কারিণী শনাক্ত করেছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান ধৃতদের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

শিবসেনায় যোগ দিলেন দলত্যাগী কংগ্রেস বিধায়ক ভাস্কর যাদব

মুম্বই, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের ভাঙন মহারাষ্ট্র কংগ্রেসে! এবার পদত্যাগ করলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির নেতা তথা গুহাগড়ের বিধায়ক ভাস্কর যাদব। একই সঙ্গে সব জল্পনা সত্যি করে শুক্রবারেই শিবসেনায় যোগও দিয়েছেন দলত্যাগী কংগ্রেস বিধায়ক। এদিনই বিধানসভার স্পিকার হরিভাউ বাগাড়ের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির নেতা ও গুহাগড়ের বিধায়ক ভাস্কর যাদব। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর মুম্বইয়ে শিবসেনার মুখ্য কার্যালয়ে দলীয় প্রধান উদ্ধব ঠাকরের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শিবসেনায় যোগ দেন তিনি। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগে বৃহস্পতিবারেই দলের সব রকম সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির বিক্ষুব্ধ নেতা ভাস্কর যাদব।

গুমোট আবহাওয়া থেকে মুক্তির অপেক্ষায় রাজধানী সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গুমোট আবহাওয়া থেকে এখনই মুক্তি পাচ্ছে না দিল্লিবাসী। রাজধানীর স্বল্প কিছু অঞ্চলে রাতের দিকে অতি হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও শুক্রবার সারাদিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন গুমোট আবহাওয়া ছিল শহরজুড়ে। গত কয়েকদিন ধরেই শহর জুড়ে তাপমাত্রা ফের বেড়েছে। আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির অভাব বাড়িয়েছে অস্বস্তি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর প্রদেশে নিম্নচাপের প্রভাবে চলতি সপ্তাহের শেষে স্বল্প থেকে অতি স্বল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দিল্লিতে।

দিল্লির আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বেশ কিছু এলাকায় রাতের দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশিঅতি স্বল্প বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে সফদরজংয়ের আবহাওয়া দফতর। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৪ শতাংশ।

অর্থ তছরুপ মামলা : নীরবের ভাই নেহালের বিরুদ্ধে রেডকর্ণার নোটিশ ইন্টারপোলের

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) জালিয়াতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত নীরব মোদীর ভাই নেহাল দীপক মোদীঊ অর্থ তছরুপ মামলায় শুক্রবার নীরবের ভাই নেহালের বিরুদ্ধে রেডকর্ণার নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোলঊ ৪০ বছর বয়সি নেহালের জন্ম বেলজিয়ামেঊ ১৯৭৯ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনিঊ নেহাল ইংরেজি, গুজরাটি এবং হিন্দি ভাষায় কথা বলতে সাবলীল। অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত নেহাল দীপক মোদীর বিরুদ্ধে শুক্রবার গ্লোবাল গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে ইন্টারপোলঊ রেডকর্ণার নোটিশে ১৯২টি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে ইন্টারপোল আবেদন রেখেছে, নেহাল দীপক মোদীকে দেখা মাত্রই যেন গ্রেফতার অথবা আটক করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।